Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

বাংলাদেশ বেতার

Srabon 25, 1433 Bangla, August 09, 2026, Sunday, No. 215, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has said, a group is quite active to destabilise the country's energy and power sector in various ways. (R. Today: 21)

Tarique Rahman has expressed his determination to build a beautiful and developed Bangladesh through collective efforts of everyone. (Jago News: 09)

ICT Chief Prosecutor has said, current Prime Minister Tarique Rahman has been detained and tortured at the Joint Interrogation Cell during the 1/11 period. (R. Today: 24)

Department of Energy has clarified that proposed fuel policy contains no scope to provide special benefits or favoritism to any individual or group. (Jago News: 08)

State Minister for Information and Broadcasting has said government will take necessary steps to preserve and refurbish historic Kalurghat radio station. (Jago News: 14)

Posts, Telecommunications and Information Technology Minister has announced that Google, Meta and TikTok proposed investing in Bangladesh. (Jago News: 12)

Greek authorities rescued 202 migrants from several boats off the southern island of Crete with most of those rescued from Bangladesh and Sudan. (Jago News: 19)

Road Safety Foundation says, at least 15,712 people have been killed in motorcycle crashes across the country between January 2020 and July this year. (Jago News: 10)

Retired army member Hafizur Rahman has been arrested again in Comilla's Sohagi Jahan Tonu murder case. (Jago News: 17)

US Senate passed a bill allowing president to impose up to 100% tariffs on goods from major buyers of Russian oil and gas, such as China and India. (DW: 07)

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
শ্রাবণ ২৫, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ০৯, ২০২৬, রবিবার, নং- ২১৫, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, একটি চক্র কৌশলে দেশের জ্বালানি বা বিদ্যুৎ খাতকে অস্থিতিশীল করতে বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। (রে. টুডে: ২১)

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। (জাগো নিউজ: ০৯)

এক-এগারোর সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকেও জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেন্টারে বন্দি রেখে নির্যাতন করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর। (রে. টুডে: ২৪)

প্রস্তাবিত জ্বালানি তেল নীতিমালায় কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে জ্বালানি বিভাগ। (জাগো নিউজ: ০৮)

চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রকে ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী। (জাগো নিউজ: ১৪)

দেশে বিনিয়োগ করতে গুগল-মেটা-টিকটকের প্রস্তাব এসেছে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী। (জাগো নিউজ: ১২)

গ্রিসের উপকূল থেকে অন্তত ২০২ জন অভিবাসন প্রত্যাশী উদ্ধার; বেশিরভাগই বাংলাদেশ ও সুদানের নাগরিক। (জাগো নিউজ: ১৯)

দেশে গত সাড়ে ৬ বছরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৫ হাজার ৭১২ জন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন। (জাগো নিউজ: ১০)

কুমিল্লার সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলায় অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য হাফিজুর রহমান ফের গ্রেফতার। (জাগো নিউজ: ১৭)

ভারত ও চীনসহ রাশিয়ার তেল ও গ্যাস কেনা দেশের পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দিয়ে মার্কিন সিনেটে বিল পাস। (ডয়েচে ভেলে: ০৭)

বিবিসি

র‍্যাব বিলুপ্ত করে কোন পরিবর্তন এনে এসআরবি গঠনের কথা বলা হচ্ছে?

বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব বিলুপ্ত করে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন বা এসআরবি নামে পুলিশের অধীনে একটি বিশেষায়িত ইউনিট গঠনের জন্য প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রকাশের পর এ নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে নতুন আইনের খসড়া অনুযায়ী প্রস্তাবিত এসআরবির সাথে বর্তমান র‍্যাব বা এর কাজের ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন আনা হচ্ছে, তা নিয়ে অনেকের মধ্যেই কৌতূহল তৈরি হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন অনুবিভাগের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, আইনটির খসড়া সম্পর্কে এখন মতামত নেওয়া হচ্ছে, এরপর আইনটিতে কোনো সংশোধনী বা পরিবর্তন আনার দরকার হলে তা এনে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এরপর আইন মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় ভেটিং শেষে এটি বিল আকারে উপস্থাপনের জন্য জাতীয় সংসদে যাবে এবং সংসদে পাস হলে এটি আইনে পরিণত হবে। এরপর ওই আইনের ভিত্তিতে র‍্যাব বিলুপ্ত হয়ে এসআরবি গঠিত হবে। র‍্যাব ২০০৪ সালে খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে পুলিশের বিশেষ বাহিনী হিসেবে গঠন করা হয়েছিল। শুরু থেকেই এই বাহিনীটির বিরুদ্ধে কথিত ক্রসফায়ারের নামে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উঠতে থাকে। মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের তথ্য অনুযায়ী, শুধু সেই সময় থেকে বিএনপির ক্ষমতার মেয়াদ ২০০৬ সালে শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়েই র‍্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' ৩৮০ জন নিহত হয়েছে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে এ ধরনের অভিযোগে আরও অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং কক্সবাজারের একরামুল হক হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর এই বাহিনী এবং এর কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বিএনপির গঠিত পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ সম্মেলনে করে র‍্যাবের বিলুপ্তি দাবি করেছিল। ওই কমিটির প্রধান ছিলেন বর্তমান স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ।

র‍্যাব ও তার ছয় কর্মকর্তার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এসআরবি গঠনের জন্য প্রস্তাবিত আইনের যে খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, এটি বাংলাদেশ পুলিশের অধীনে একটি বিশেষায়িত ইউনিট হবে। পুলিশ ও শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের পদায়ন বা প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে এই ইউনিটটি গঠিত হবে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদেরও নির্ধারিত শর্তে এই ইউনিটের চাকরিতে প্রেষণে নিযুক্ত বা অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করা যাবে। এই ইউনিটের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কে আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বেআইনি অস্ত্র গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার, মাদকদ্রব্য উদ্ধার, সাইবার অপরাধ দমন, মানবপাচার ও সংঘবদ্ধ অপরাধ দমন, নারী শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, পাচাররোধ, অপহরণসহ মানবতাবিরোধী কাজে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সন্ত্রাসী কার্যক্রম দমন, গুম খুন ও ভূমি দস্যুতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং অন্য বাহিনীকে সহায়তা। খসড়ায় 'প্রবেশ, তল্লাশি, জব্দকরণ ও গ্রেফতারের ক্ষমতা'- শীর্ষক অংশে এসআরবিকে ফৌজদারি কার্যবিধি ও প্রচলিত অন্যান্য আইন প্রতিপালন সাপেক্ষে কিছু জায়গায় প্রবেশ, তল্লাশি, জব্দকরণ ও গ্রেফতারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্য আইনে যাই থাকুক এই আইনের অধীনে তল্লাশি, আটক, জব্দকরণ ও গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে এই ইউনিটের একজন কর্মকর্তা ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। এই ইউনিট কোনো সদস্য কাউকে গ্রেফতার করলে বা আলামত জব্দ করলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা জব্দ করা আলামত অবিলম্বে নিকটবর্তী থানায় হস্তান্তর করবে বলে খসড়ায় বলা হয়েছে। নতুন এই ইউনিটকে ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত করার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে আইনের খসড়ায়। এতে শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের জন্য বাহিনীদের সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্তের এখতিয়ার মহাপরিচালকের হাতেই রাখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, “এই আইনের অধীন সুষ্ঠু তদন্ত কার্য পরিচালনার প্রয়োজনে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এর হাজতখানা, মালখানা ও জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ থাকবে এবং জব্দকৃত মালামাল আদালতের আদেশমতে বা সরকারের বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে।” আইনটিতে 'অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠন'-এর প্রস্তাব করা হয়েছে। কোনো নাগরিক অভিযোগ করলে তা প্রতিকারের কাজ করবে এই কমিটি, যার প্রধান হবেন ইউনিটের একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক। খসড়ার এই অংশে বলা হয়েছে, “প্রয়োজনে নাগরিকের অভিযোগ বা সংক্ষোভ নিরসনে নিরপেক্ষ ও অভিজ্ঞ অনুসন্ধান দল গঠনপূর্বক বিভাগীয় কার্যপদ্ধতিতে অনুসন্ধান করা যাবে।”

নতুন কিছু হলো?

মানবাধিকার সংগঠক নূর খান লিটন বলছেন, “বর্তমান র‍্যাব আছে, সেটাকে পুনঃস্থাপিত করা হচ্ছে এসআরবি দিয়ে। মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। নতুন মোড়কে পুরোনো জিনিসই আইনের খসড়ায় দেওয়া আছে। আগের চেহারার নতুন বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে।” তিনি বলেন, ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ থাকায় দেশি-বিদেশি মানবাধিকার সংস্থাগুলো র‍্যাব বিলুপ্তির পাশাপাশি পুলিশ সদস্যদের দ্বারাই বিশেষায়িত টিম গঠনের পরামর্শ দিয়ে আসছিল। “কিন্তু এখানে র‍্যাবের মতোই দেশ প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা বাহিনী থেকেও আসার সুযোগ রাখা হয়েছে। অথচ সেনাবাহিনী ও পুলিশের কাজের ধরন এক না। তাদের প্রশিক্ষণও এক না। অভ্যন্তরীণ অপরাধ দমনে প্রয়োজনে পুলিশের বিশেষ টিম,” বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। নূর খান লিটন বলছেন, এছাড়া নতুন আইনেও মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের সুযোগ রাখা হয়নি, যা রাখা জরুরি। মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ বিজ্ঞান ও পুলিশ সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ওমর ফারুক বলছেন, আগে র‍্যাব শুধু গ্রেফতারসহ অন্য কার্যক্রম করতো, কিন্তু খসড়া আইন অনুযায়ী প্রস্তাবিত নতুন ইউনিটকে তদন্ত করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। "এখানে নাগরিকদের অভিযোগ করার একটা সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে যে-কোনো নাগরিক অভিযোগ করতে পারবে। এসব অভিযোগ প্রতিকারে বাহিনীর লোকজন ছাড়া অন্যদের কর্তৃপক্ষ সংযুক্ত করতে পারবে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। যদিও নূর খান লিটন বলছেন, বাহিনীর লোকজনের বাইরেও কাউকে সংযুক্ত করার সুযোগ থাকলেও যেহেতু সেটি কর্তৃপক্ষই করবেন, ফলে সেখানে নিরপেক্ষ লোকজন আসবে কি না এবং তারা কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন সেই শঙ্কা থেকেই যাবে। মি. ফারুক বলছেন, প্রস্তাবিত এসআরবির ক্ষেত্রে নিজেদের সদস্যদের জবাবদিহিতার ও স্বচ্ছতার বিষয়টি আইনের খসড়ায় জোরালোভাবে এসেছে, যা র‍্যাব আইনে ছিল না। "স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে এবার কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে মানবাধিকারকে সুরক্ষা দিয়ে বাহিনী কীভাবে কুইক রেসপন্স করবে, তা নিয়ে খসড়া কিছু বলা নেই," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, খসড়ার ওপর পাওয়া মতামতের ভিত্তিতে আইনটিকে আরও পরিমার্জিত করার জন্য একটি কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৮.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

শেখ হাসিনা চাইলেই কী দেশে ফিরতে পারবেন?

ভারতের নয়া দিল্লিতে শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলনের পর তার দেশে ফেরার বিষয়টি নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। তিনি আসলে ফিরবেন কিনা, আর ফিরলে কবে ফিরবেন, কীভাবে ফিরবেন, ফিরলেই বা কী হবে- এই প্রশ্নগুলোই আসছে আলোচনায়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর গত দুই বছরে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার বিষয়টি একাধিকবার আলোচনায় আসলেও, এবারই প্রথম একটি সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন তিনি। একদিকে শেখ হাসিনা যেমন দেশে ফেরার কথা বলেছেন, অন্যদিকে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই প্রত্যর্পণ চুক্তির মাধ্যমে তাকে ভারত থেকে দেশে ফিরিয়ে আনার কথা বলছে বর্তমান সরকার। অতীতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ও ভারতকে এ বিষয়ে বলা হয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে কখনই তেমন কোনো মন্তব্য করেনি প্রতিবেশী দেশটি। বরং প্রত্যর্পণ চুক্তিতে থাকা বিভিন্ন শর্ত ব্যবহার করে তাকে ফেরত দেওয়ার বিষয়টি ভারত যে এড়িয়ে যেতে পারে, এ নিয়ে নানা বিশ্লেষণ এসেছে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে। আইন অনুযায়ী, নিজে থেকে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার বিষয়ে কোনো বাধা দেখছেন না আইন বিশেষজ্ঞরা। এক্ষেত্রে দেশে আসার পর আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই তাকে যেতে হবে। অবশ্য শেখ হাসিনার দেশে ফেরার বিষয়টি যতটা না আইনি, তার থেকে বেশি রাজনৈতিক বলেই মনে করেন রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা। এছাড়া বাংলাদেশ ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়টিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মত তাদের। অর্থাৎ আইনি নানা প্রক্রিয়া থাকলেও, দিন শেষে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক দেন-দরবারের ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে। যদিও এই মুহূর্তে বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় শেখ হাসিনা আসলেই দেশে ফিরতে চান কিনা, এমন প্রশ্নও তুলেছেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ। রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবেই বারবার দেশে ফেরার বিষয়টি তিনি সামনে আনছেন কিনা, এ নিয়েও ভাববার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করেন তারা।

প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া কী?

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২০১৩ সাল থেকেই একটি "প্রত্যর্পণ চুক্তি" রয়েছে। ২০১৬ সালে যা সংশোধন করে প্রক্রিয়াটি আরও সহজ করা হয়েছিল। ওই চুক্তিতে প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া কী হবে, কোন কোন অপরাধে ফেরত পাঠানো যাবে- এমন নানা বিষয় উল্লেখ রয়েছে। মূলত, ভারত ও বাংলাদেশ অপরাধীদের ধরপাকড় এবং সন্ত্রাস দমনে একে অপরকে সাহায্য করার জন্যই ২০১৩ সালে এই চুক্তি সই করেছিল। চুক্তি অনুসারে, যদি কোনো অপরাধী এক দেশে অপরাধ করে অন্য দেশে পালিয়ে যায়, তাহলে তাকে ধরে আগের দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য দুই দেশ একে অপরকে সাহায্য করবে। এই চুক্তিতে কাউকে ফেরত আনার ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি হতে হবে কমপক্ষে এক বছর। এমনকি অপরাধ করার চেষ্টা বা সাহায্য করার অভিযোগ থাকলেও, ফেরত পাঠানো যাবে। তবে ওই চুক্তিতে এমন কতগুলো বিধান বা শর্ত আছে, যা ব্যবহার করে প্রত্যর্পণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের সুযোগও রয়েছে বলেই মনে করেন আইন বিশেষজ্ঞদের অনেকে। চুক্তি অনুসারে, যাকে হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা যদি 'রাজনৈতিক প্রকৃতির' হয়, তাহলে সেই অনুরোধ খারিজ করা যাবে। তবে, কোন কোন অপরাধের অভিযোগকে 'রাজনৈতিক' বলা যাবে না, সেই তালিকাও বেশ লম্বা। এর মধ্যে হত্যা, গুম, অনিচ্ছাকৃত হত্যা ঘটানো, বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো ও সন্ত্রাসবাদের মতো নানা অপরাধ আছে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে হত্যা, গণহত্যা, গুম ও নির্যাতনের একাধিক মামলা হয়েছে। এই অভিযোগগুলো যেহেতু ফৌজদারি অপরাধের সঙ্গে জড়িত, তাই চুক্তির আওতায় একে 'রাজনৈতিক মামলা' বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন।

এছাড়া, ২০১৬ সালে এই চুক্তিটি সংশোধনের পর, মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ জমা না দিয়ে কেবল আদালতের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানার কপি পাঠালেই হবে; সুতরাং প্রত্যর্পণের বিষয়টি আরও সহজ হয়েছে। অর্থাৎ, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে-কোনো মামলায় আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা দিলেই, সেই কাগজের ভিত্তিতে ঢাকা আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লির কাছে তাকে ফেরত চাইতে পারবে। এমনকি কূটনৈতিক চ্যানেলে আবেদনের মাধ্যমে অপরাধীকে অস্থায়ী গ্রেফতারের

বিষয়টিও চুক্তিতে রয়েছে। এক্ষেত্রে যদি মনে হয় যে, অপরাধী পালাতে পারে, তাহলে ৬০ দিনের জন্য "অস্থায়ী গ্রেফতার" করা যাবে। তবে, যদি ভারতের মনে হয় যে, "অভিযোগগুলো শুধু ন্যায়বিচারের স্বার্থে, সরল বিশ্বাসে আনা হয়নি," তাহলে প্রত্যর্পণের আবেদন নাকচ করা যাবে। শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফেরানোর ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ চুক্তিতে থাকা এই শর্তটিকেই সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা।

ফিরতে চান নাকি কৌশল?

দেশে ফিরবেন বা ফিরতে চান, এমন বার্তা গত দুই বছরে বেশ কয়েকবার দিয়েছেন শেখ হাসিনা। কিন্তু জুলাই গণ-আন্দোলনের যে প্রেক্ষাপটে তার বিদায় হয়েছে এবং বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তার দেশে ফেরার বাস্তবতা কতটা, এ নিয়েও নানা আলোচনা রয়েছে। দেশি-বিদেশি বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন, শেখ হাসিনা যদি ঢাকায় ফেরেন, তাহলে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এমন প্রেক্ষাপটে বারবার দেশে ফেরার যে বার্তা শেখ হাসিনা দিচ্ছেন, তার মধ্যে অন্য রাজনৈতিক কৌশল দেখছেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ। তারা বলছেন, শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পরপরই দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয় এবং সরকার পতনের পর থেকেই স্বস্তিতে নেই দলটির কর্মী-সমর্থকরাও। এমন প্রেক্ষাপটে বারবার দেশে ফেরত আসার বিষয়টি সামনে আনার পেছনে দলের নেতা-কর্মীদের মনোবল চাঙা করার বিষয়টি রয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. সাব্বির আহমদ বলছেন, "এটা হতে পারে, কারণ দীর্ঘদিন ধরে দলের নেতা-কর্মীরা নানা ধরনের নির্যাতন ফেইস করছে।" এছাড়া তার এই ঘোষণা বর্তমান সরকারকে এক ধরনের রাজনৈতিক চাপের মধ্যে রাখার কৌশলও হতে পারে বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক সামিয়া জামান। "উনি দেশে আসতে চান বলছেন, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট দিন বা ক্ষণ বলেননি। দেশের একটি বড়ো দল যে অবস্থায় এখন আছে, সেই অবস্থান থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে, এটি দলের নেতা-কর্মীদের চাঙা করার জন্যই একটি মুভ," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এছাড়া শেখ হাসিনার দেশে ফেরার বিষয়টি যতটা না আইনি তার থেকে বেশি রাজনৈতিক বলেই মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষক। তিনি বলছেন, "এটা পুরোপুরি ওনার ইনডিভিজুয়াল ডিসিশন (ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত) কিনা এটিও দেখতে হবে। কারণ এখানে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়টিও জড়িত আছে।"

দেশে ফিরে আইনি প্রক্রিয়া কী?

২০২৫ সালের ১৭ই নভেম্বর, জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন আদালতে তার বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা রয়েছে। অর্থাৎ দেশে ফিরলে একটি আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যেতে হবে শেখ হাসিনাকে। এক্ষেত্রে তিনি যদি দেশে ফেরেন, তাহলে অবশ্যই তাকে ট্রাইবুনালে আত্মসমর্পণ করে আইনি মোকাবিলা করতে হবে। চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম বলছেন, "একজন ফিউজিটিভের পক্ষে কোনো আইনগত সুবিধা পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। তাকে অবশ্যই আসতে হবে, এই ট্রাইব্যুনালেই সারেন্ডার করতে হবে। এই ট্রাইব্যুনালে সারেন্ডার করেই তাকে জেলে যেতে হবে।" তিনি বলছেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩-এর ২১ ধারা অনুযায়ী রায়ের ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে হয়। সময় পার হলেও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ "প্রিন্সিপল অব কমপ্লিট জাস্টিস" নীতিতে আপিল নিতে পারে। "তার আসতে বাধা নেই। তিনি আসবেন, তারপর যে আইনি প্রক্রিয়াগুলো আছে, সেটি মোকাবিলা করতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু আছে, এয়ারপোর্ট থেকেই তিনি গ্রেফতার হবেন," বিবিসি বাংলাকে বলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আহসানুল করিম। তিনি বলছেন, শেখ হাসিনার বৈধ পাসপোর্ট না থাকায় দেশে ফিরতে "ট্রাভেল পাস" নিয়ে তিনি দেশে আসতে পারেন। তবে সরকার তাকে ট্রাভেল পাস বা ভ্রমণ অনুমতি দিবে কিনা বা দিলেও সেখানে বিবেচ্য বিষয়গুলো কী হবে, সেটিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করেন এই বিশ্লেষক। শেখ হাসিনার দেশে ফেরার বিষয়টিকে কেবল তার ইচ্ছা বা বক্তব্য হিসেবেই দেখছেন না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক সামিয়া জামান। মিজ জামান বলছেন, "উনি কী একা একাই আসলে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিনা? যে দেশে উনি আছেন, সেই দেশের কোনোরকম সংকেত ছাড়া এ ধরনের কথা বলতে পারেন কিনা, সেটাও দেখার বিষয়।"

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৮.০৮.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া শেখ হাসিনা আবারও দেশে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন

দুই বছর আগে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও দেশে ফেরার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। নয়া দিল্লিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে একমত বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন গ্রেপ্তার কারাবাস কিংবা মৃত্যুদণ্ড যে পরিস্থিতি আসুক না কেন তিনি বাংলাদেশে ফিরবেন এবং জনগণের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করবেন। তার এই বক্তব্য এমন এক সময় এসেছে যখন বাংলাদেশের অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাকে ২০২৪ সালের জুলাই আগস্ট এর গণঅভ্যুত্থান চলাকালে সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার ভারতকে তার প্রত্যর্পণের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়ে আসছে। ফলে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা শুধু রাজনৈতিক অঙ্গীকার নয় বরং বাংলাদেশের

বর্তমান ও রাজনৈতিক বাস্তবতা বিচারিক প্রক্রিয়া কূটনৈতিক সম্পর্কে এবং আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে। নিজের বক্তব্যে শেখ হাসিনা দাবি করেন ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলন কোন স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থান ছিল না। বরং এটি ছিল তার সরকারকে উৎখাত করার জন্য একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। তিনি বলেন তিনি দেশে ফিরে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠা জাতীয় পুনর্মিলন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে চান। তার ভাষায় ভয় কখনো একজন রাজনৈতিক নেতার কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারে না এবং জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সব ধরনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। শেখ হাসিনার এই ঘোষণায় দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন করে আসার সঞ্চার হয়েছে। দলটির কয়েকজন নেতা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে দলকে পুনর্গঠনের কাজ আরো জোরদার হবে এবং কর্মীরা আবারও প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়ার সাহস পাবেন।

তবে অন্যদিকে বাংলাদেশের বর্তমান সরকার এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে একজন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ভারতের মাটিতে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য দেয়ার সুযোগ দেয়া বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য অসম্মানজনক। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে মন্তব্য করেছে ভারত এখনো ২০১৩ সালের বাংলাদেশ ভারত প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি। যদিও ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে শেখ হাসিনার এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভারতের কোন সম্পৃক্ততা নেই এবং সেখানে ব্যক্ত হওয়ার মতামতও ভারতের সরকারি অবস্থান নয়। এদিকে বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং ২০২৪ সালের আন্দোলনের অন্যতম সংগঠকেরা শেখ হাসিনার বক্তব্য কে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের মতে দেশে ফিরতে চাইলে তিনি অবশ্যই ফিরতে পারেন। তবে তাকে আইনের মুখোমুখি হতে হবে এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার বাইরে তার জন্য কোন বিশেষ সুযোগ থাকতে পারে না। আন্দোলনে অংশ নেয়া বহু শিক্ষার্থী ও সাধারণ নাগরিক ও একই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। তাদের অভিযোগ শেখ হাসিনা অতীতে বলেছিলেন তিনি দেশে ছাড়বেন না কিন্তু সংকটের মুহূর্তে তিনি দেশ ত্যাগ করেন। তাই তার বর্তমান বক্তব্যকে রাজনৈতিক ঘোষণা হিসেবে দেখছেন বাস্তবসম্পন্ন পরিকল্পনা হিসেবে নয়। ২০২৪ সালের আন্দোলনে আহত এবং নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে একটি হাত হারানো তরুণ বলেন, বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ থাকা উচিত নয়। এই ধরনের প্রতিক্রিয়া এসেছে আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের পরিবার থেকেও। তারা মনে করেন জাতীয় পুনর্মিলনের আগে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে শেখ হাসিনার এই ঘোষণা মূলত আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক মনোবল পুনরুদ্ধারের একটি কৌশল। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দলটির বহু নেতাকর্মী গোপনে চলে যান এবং সংগঠনের কার্যক্রম কার্যত স্থবির হয়ে পড়ে। গবেষক রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ মনে করেন শেখ হাসিনা তার সমর্থকদের এই বার্তা দিতে চাইছেন যে তিনি এখনো নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং দলকে পরিত্যাগ করেননি। তবে অনেক পর্যবেক্ষকের মতে কৌশল খুব বেশি সফল নাও হতে পারে কারণ দলটির ভেতরেও নেতৃত্ব নিয়ে আস্থার শংকর তৈরি হয়েছে।

অনেক নেতাকর্মী মনে করেন সংকটের সময় শেখ হাসিনা কাউকে না জানিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় তারা অসহায় অবস্থায় পড়েছিলেন। সাংবাদিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ডেভিড বর্গম্যানের মতে, শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে তিনি আবারও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন এবং নতুন সরকারের জন্য বড় ধরনের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারেন। তবে তিনি একইসঙ্গে বলেন, অতীতের কর্মকাণ্ডের দায়ী শিকার এবং জনমতের পরিবর্তনকে উপলব্ধি না করলে আওয়ামী লীগের পক্ষে নতুন রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা কঠিন হবে। ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটির গবেষক মোবাশ্বের হাসানও মনে করেন, শেখ হাসিনার এই ঘোষণা মূলত দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় এটি কাঙ্খিত ফল নাও দিতে পারে। এদিকে শেখ হাসিনার বক্তব্য বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কেও নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ মনে করছে, ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তব্য দেয়া দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের জন্যে ইতিবাচক নয়। অন্যদিকে ভারত আনুষ্ঠানিক ভাবে জানিয়েছে, এটি একটি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক কার্যক্রম এবং এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। তবে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে ভারতের অবস্থান এখন স্পষ্ট না হওয়ায় দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবন অতীতেও নাটকীয় উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে গেছে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্য নিহত হওয়ার পর তিনি বিদেশে দীর্ঘদিন নির্বাসিত ছিলেন।

পরে ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সামরিক শাসনের সময় একাধিকবার গ্রেফতার ও রাজনৈতিক দমন পীড়নের মুখোমুখি হলেও শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসেন। এরপর দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে তিনি দেশ পরিচালনা করেন। কিন্তু ২০২৪ সালের পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এবার তিনি শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি নন বরং আদালতের রায় আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ, গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতি, নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং পরিবর্তিত জনমতের সম্মিলিত চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছেন। ফলে তার দেশে ফেরার ঘোষণাটা যতটা না রাজনৈতিক ততটাই প্রতীকী। এটি এক দিকে তার সমর্থকদের

মধ্যে আশা জাগানোর চেষ্টা অন্যদিকে বিরোধীদের কাছে বিচার ও জবাবদিহির প্রশ্নকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলছে। শেখ হাসিনা আদৌ দেশে ফিরবেন কিনা, ভারত থেকে প্রত্যর্পণ করবে কিনা কিংবা দেশে ফিরলে বিচারিক প্রক্রিয়া কিভাবে পরিচালিত হবে এসব প্রশ্নের উত্তর এখনো অনিশ্চিত। তবে একটি বিষয় স্পষ্ট। ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের রাজনীতি নতুন এক বাস্তবতায় প্রবেশ করেছে এবং সেই বাস্তবতাই শেখ হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন শুধু একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, দলীয় পুনর্গঠন এবং আঞ্চলিক কূটনীতির উপরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। আগামী দিনগুলোতে তার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা, প্রত্যর্পণ ইস্যু এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার অগ্রগতি বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যতম আলোচিত বিষয় হয়ে থাকবে।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৮.০৮.২০২৬ এলিনা/রুবাইয়া)

এনএইচকে

শীঘ্রই ইরান ও ওমানের মধ্যে হরমুজ প্রণালি সম্পর্কিত চুক্তি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে: রয়টার্স

একজন মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে যে, হরমুজ প্রণালি সম্পর্কে ইরান ও ওমান "শীঘ্রই" একটি চুক্তিতে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুক্রবার রয়টার্স এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানায় যে, প্রণালিটি নিয়ে ইরান ও ওমানের মধ্যে অগ্রগতি হচ্ছে। ওই কর্মকর্তার ভাষ্যমতে, "কোনো বাধা ছাড়া বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল পুনরায় শুরু করার একটি চুক্তি ঘোষিত হলেই যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বন্দরগুলোর ওপর থেকে অবরোধ তুলে নেবে" বলে জানা গেছে। হরমুজ প্রণালির নতুন নৌপথ নিয়ে ইরান ওমানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে আসছে। তেহরান জানায় যে, একটি চুক্তির রূপরেখা সম্বলিত যৌথ বিবৃতি এখন পর্যালোচনা ও খসড়া তৈরির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ইরানের গণমাধ্যমের ভাষ্যানুযায়ী, আলোচনাধীন চুক্তি অনুসারে, ইরান পারস্য উপসাগরে জাহাজের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ওমানের সাথে যৌথভাবে সেগুলোর প্রস্থানের ব্যবস্থা করবে। পর্যবেক্ষকরা আলোচনার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন, কারণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন এই অবস্থান নিয়েছে যে তারা হরমুজ প্রণালি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইরানকে কোনো উদ্যোগ নিতে দেবে না। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৮.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

ভারতের ওপর ১০০% শুল্ক আরোপের হুমকি, যুক্তরাষ্ট্রের বিল পাস

ভারত ও চীনসহ যেসব দেশ রাশিয়ার তেল ও গ্যাস কেনে, ট্রাম্প প্রশাসনকে তাদের পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দিয়ে একটি বিল পাস করেছে মার্কিন সিনেট। মার্কিন আইনপ্রণেতাদের মতে, ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার অর্থায়ন সীমিত করাই এই বিলের লক্ষ্য। 'লিন্ডসে ও গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট অফ ২০২৬' নামের এই বিলটি ৮৬-১১ ভোটের বিশাল ব্যবধানে পাস হয়েছে।

ভারতের জন্য বিলটি কেন উদ্বেগের ব্যাপার?

রাশিয়ার তেল ও গ্যাস আমদানিকারক শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে ভারত অন্যতম। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে কম দামে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল কেনার পরিমাণ বাড়িয়েছে ভারত। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাতের কারণে জ্বালানি বাজার অস্থিতিশীল হয়ে ওঠায়, ভারতীয় শোধনাগারগুলোর জন্য রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা ভারতীয় পণ্যের ওপর ১০০% শুল্ক আরোপ করা হলে সেগুলোর দাম অনেক বেড়ে যাবে। এর ফলে মার্কিন আমদানিকারকরাও বিকল্প সরবরাহকারীর সন্ধানে বাধ্য হতে পারেন। এই বিলটির ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো শুল্ক আরোপ হবে না। বরং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে শুল্ক আরোপের এখতিয়ার দিয়েছে এই বিল। এর বাস্তবায়ন নির্ভর করবে চূড়ান্ত আইন এবং পরবর্তী নির্বাহী সিদ্ধান্তের ওপর।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৮.০৮.২০২৬ রনি)

শেখ হাসিনা ইস্যুতে ভারতকে বাংলাদেশের 'সতর্কবার্তা'

বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে বসে রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর সুযোগ দেয়া হলে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন করে ভাবতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শনিবার জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ এ কথা বলেন। বাংলাদেশে ডয়চে ভেলের কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলো জানিয়েছে, শেখ হাসিনার রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়া এবং বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ডে সমর্থন না দিতে ভারতকে আহ্বান জানিয়েছেন সালাহউদ্দিন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "আপনারা হাসিনা কার্ড খেলবেন আর বাংলাদেশেরসঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাইবেন; মনে রাখতে হবে, দুটো বিপরীত। আশা করি, ভারতের কর্তৃপক্ষ ও ভারত সরকার বিষয়টি বুঝবে।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৮.০৮.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

ইউএনওদের দায়িত্বশীলতা ও মানবিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

দেশের উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলতা ও মানবিকতার সঙ্গে কাজ করার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের (ইউএনও) প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্রের দায়িত্বে থাকা প্রত্যেকের জন্য মানুষের সেবা করার সুযোগটি বড় একটি আমানত ও আল্লাহর নিয়ামত। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অসহায়-দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও বাসযোগ্য বাংলাদেশ রেখে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আমরা আছি, কাল থাকবো না। আসুন আমরা সবাই মিলে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ বাংলাদেশ রেখে যাওয়ার চেষ্টা করি। যেখানে সবাই একটু ভালো থাকবে। শনিবার (৮ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে নিজ কার্যালয়ে বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক সভায় তিনি এসব কথা বলেন। মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জনগণের সঙ্গে সরকারের সেতুবন্ধন হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দায়িত্ব পালনরত উপজেলা হয়তো সংশ্লিষ্ট ইউএনওর নিজের উপজেলা নয়; কিন্তু সেটি বাংলাদেশেরই একটি অংশ। সেখানে বসবাসকারী মানুষও নিজের এলাকার মানুষের মতোই আপন। তাই দেশের প্রতিটি মানুষকে নিজের মানুষ মনে করে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, আপনি যে উপজেলায় দায়িত্ব পালন করছেন, সেটি হয়ত আপনার নিজের উপজেলা নয়। কিন্তু সেই উপজেলা তো আপনার দেশেরই একটা অংশ। সেখানে যে মানুষগুলোকে দেখছেন, তারা হয়ত আপনার এলাকার মানুষ নন; কিন্তু আপনার সেই আপনজনদের মতোই মানুষ। ছোট একটা দেশ। এই দেশটাকে যদি ঠিকঠাক করতে হয়, তাহলে আমাদের সবাইকে মিলেই চেষ্টা করতে হবে। শুধু আইন করে সমাজের সব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানুষকে বুঝিয়ে ও সচেতন করে অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। ইউএনওদের নিজ নিজ এলাকায় জনসচেতনতা তৈরিতে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

কারখানায় উৎপাদনে ধাক্কা, ছাঁটাই আতঙ্কে শ্রমিকরা

সাভার-আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে গ্যাসের চাপ এখনো স্বাভাবিক হয়নি। সংকট পুরোপুরি কাটাতে ভিন্ন দপ্তরে ধরনা দিয়েও কাজে আসছে না। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় রপ্তানি আদেশ অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে শিল্পমালিকদের। অন্যদিকে উৎপাদন কমে যাওয়ার প্রভাবে চাকরি হারানোর আশঙ্কায় রয়েছেন শ্রমিকরা। চলতি মাসেই একটি পোশাক কারখানায় পাঁচ শতাধিক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনা সেই উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। যদিও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, আগামী সপ্তাহের মধ্যে গ্যাসের পরিস্থিতি উন্নতি হতে পারে। শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তথ্য অনুযায়ী, সাভার-আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে এক হাজার ২০০টি শিল্পকারখানা রয়েছে। এর মধ্যে গ্যাসনির্ভর উৎপাদন প্রক্রিয়ার কারখানাগুলো সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েছে। বিশেষ করে পোশাক কারখানার বয়লার, ডাইং, ওয়াশিং, ফিনিশিং ও আয়রনিং বিভাগের কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা যাচ্ছে না। কোথাও উৎপাদন আংশিক চলছে, আবার কোথাও কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছে। সাভারের রেডিও কলোনি ও হেমায়েতপুর এবং আশুলিয়ার জামগড়া, কাঠগড়া, জিরাবো, নরসিংহপুর, বেরুন, শিমুলতলা, পলাশবাড়ী, নিশ্চিন্তপুর, বাইপাইল ও জিরানী এলাকার বিভিন্ন কারখানা ঘুরে দেখা গেছে, অনেক কারখানায় শ্রমিকরা কাজ শুরুর অপেক্ষায় বসে আছেন। কোথাও আবার সীমিত পরিসরে বিকল্প ব্যবস্থায় উৎপাদন চালানোর চেষ্টা চলছে। তবে ঠিক কতটি কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে বা কতটি বন্ধ রয়েছে, সে বিষয়ে শিল্প পুলিশ কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য দিতে পারেনি। কারখানার মালিকরা জানান, স্বাভাবিক উৎপাদনের জন্য গ্যাসের চাপ ১০-১৫ পিএসআই প্রয়োজন হলেও বর্তমানে মিলছে মাত্র ৫-৮ পিএসআই। ফলে বয়লার, জেনারেটরসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পূর্ণ সক্ষমতায় চালানো সম্ভব হচ্ছে না। আশুলিয়ার একটি পোশাক কারখানার মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জাগো নিউজকে বলেন, 'গত সপ্তাহের তুলনায় গ্যাসের চাপ কিছুটা বাড়লেও তা স্বাভাবিক নয়। এতে উৎপাদন আংশিকভাবে শুরু করা গেলেও বয়লার ও আয়রন সেকশন এখনো পুরো সক্ষমতায় চালানো যাচ্ছে না।' আরেকটি কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, 'বিদ্যুৎ থাকলেও গ্যাসের স্বল্পচাপে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। আবার বিদ্যুৎ চলে গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেশিন বন্ধ রাখতে হচ্ছে। এতে উৎপাদন ব্যয় ও আর্থিক ক্ষতি দুটোই বাড়ছে।' গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকটের মধ্যেই বুধবার (৫ আগস্ট) আশুলিয়ার অ্যালায়েন্স নিট কম্পোজিট লিমিটেড নামের একটি পোশাক কারখানার ৫৬৫ শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেওয়া হয়। কারখানা কর্তৃপক্ষের দাবি, ব্যবসায়িক মন্দা, ব্যাংকঋণ না পাওয়া এবং পর্যাপ্ত কার্যাদেশের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় অতিরিক্ত শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনার পর শিল্পাঞ্চলের অন্য কারখানার শ্রমিকদের মধ্যেও চাকরি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। ছাঁটাই হওয়া মজিবর নামের এক শ্রমিক জানান, প্রায় এক বছর ধরে তিনি ওই কারখানায় সুইং অপারেটর হিসেবে কাজ করছিলেন। হঠাৎ চাকরি হারিয়ে পরিবার নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। তার দাবি, গ্যাস বা বিদ্যুতের সংকটের কারণে কারখানার উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ ছিল না। নিয়মিত কাজ চলছিল। ছাঁটাইয়ের নোটিশও তাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

পাঁচ দিনের সফরে দক্ষিণ সুদান ও আবেই গেলেন সেনাপ্রধান

পাঁচ দিনের সফরে দক্ষিণ সুদান ও আবেই গেছেন সেনাপ্রধান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। শনিবার (৮ আগস্ট) তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। আইএসপিআর জানায়, সফরকালে সেনাবাহিনী প্রধান দক্ষিণ

সুদান ও আবেইতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েনরত বাংলাদেশি কন্টিনজেন্ট পরিদর্শন করবেন। এছাড়াও উভয় স্থানের রাষ্ট্রীয় এবং মিশনসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করবেন সেনাপ্রধান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

প্রস্তাবিত জ্বালানি তেল নীতিমালায় কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার সুযোগ নেই

বেসরকারি পর্যায়ে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি, সংরক্ষণ, পরিবহন, বিতরণ ও বিপণন নিয়ে প্রস্তাবিত নীতিমালার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে জ্বালানি বিভাগ। জ্বালানি বিভাগ একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যমে এ নীতিমালাটি নিয়ে অসত্য তথ্য প্রচার করছে বলেও দাবি করেছে। শনিবার (৮ আগস্ট) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা মুহাম্মদ আরিফ সাদেকের পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, দেশে নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিত করতে 'বেসরকারি পর্যায়ে পরিশোধিত জ্বালানি আমদানিপূর্বক সংরক্ষণ, পরিবহন, বিতরণ ও বিপণন নীতিমালা, ২০২৬' এর একটি খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্রস্তাবিত নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখা। পাশাপাশি, একটি স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে জরুরি বা সংকটকালীন পরিস্থিতিতে বিদ্যমান সরকারি ব্যবস্থার পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অবকাঠামো ও বিনিয়োগ সক্ষমতাকে জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করাও এর অন্যতম লক্ষ্য। জ্বালানি বিভাগ জানায়, জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করে নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হবে। জনস্বার্থ, জ্বালানি নিরাপত্তা, প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হলেই এ ধরনের নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সম্প্রতি প্রস্তাবিত এই নীতিমালা নিয়ে কিছু গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুমাননির্ভর ও অসত্য তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে, যা অনভিপ্রেত। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়িত্বশীল আচরণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে জ্বালানি বিভাগ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

হাসিনার আমলে একটি অমানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল: চিফ প্রসিকিউটর

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে একটি অমানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু সদস্য সরকারের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দেশের বিভিন্ন স্থানে 'আয়নাঘর' বা নির্যাতনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শনিবার (৮ আগস্ট) গুমের অভিযোগে করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার তদন্ত ও বিচারের অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট একটি স্থাপনা পরিদর্শন করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর তিন বিচারক, প্রসিকিউশন দল ও আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী স্থাপনাটি পরিদর্শন করেন। এ সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন প্রসিকিউশন ও আসামিপক্ষের আইনজীবী এবং সিনিয়র সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরী। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর ডিজিএফআইয়ের পরিচালিত জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেন্টার বা জেআইসিতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকেও আটক রেখে নির্যাতন করা হয়েছিল বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, বিগত সেনা সমর্থিত সরকারের সময় তারেক রহমানকে জেআইসির একটি কক্ষে নেওয়া হয়েছিল। তার ওপর নির্যাতন করা হয়েছিল। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। চিফ প্রসিকিউটরের ভাষ্য অনুযায়ী, ট্রাইব্যুনালে সাক্ষীদের দেওয়া বর্ণনা এবং তদন্ত সংস্থার তদন্তে তারেক রহমানকে জেআইসিতে নেওয়া ও সেখানে নির্যাতনের বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ডিজিএফআই কমপ্লেক্সের ভেতরে থাকা জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেন্টার বা জেআইসি ছিল গোপন বন্দিশালা আয়নাঘরগুলোর একটি, যেখানে মানুষকে আটক রেখে নির্যাতন করা হতো। আমিনুল ইসলাম বলেন, পরিদর্শনের সময় বিচারকেরা এমন একটি স্থাপনার বাস্তব চিত্র দেখেছেন, যেখানে মানুষকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর বন্দি করে রাখা হয়েছিল। অমানবিকভাবে বন্দিদের ধরে এনে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর রাখা হয়েছে। সেই নির্মম চিত্র আজ পরিদর্শনের মধ্যদিয়ে কিছুটা অনুভব করা যায়। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবদুল্লাহিল আমান আযমীসহ বিভিন্ন ব্যক্তিকে এ জেআইসিতে রাখা হয়েছিল এবং তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বর্তমান সংসদ সদস্য হুম্মাম কাদের চৌধুরীকেও সেখানে বন্দি রাখা হয়েছিল। এই ধরনের বন্দিশালার অস্তিত্ব যাতে আর তৈরি না হয়, সে বিষয়ে বর্তমান সরকারের প্রতি আহ্বান জানান আমিনুল ইসলাম।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে চাই: প্রধানমন্ত্রী

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন সময়ে দেশের মানুষের আত্মত্যাগের মূল লক্ষ্য ছিল এমন একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা, যেখানে মানুষ আরও ভালোভাবে বসবাস করতে পারবেন। শনিবার (৮ আগস্ট) তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও গুরুতর আহত ১০ ব্যক্তির পরিবারের

সদস্যদের চাকরির নিয়োগপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনেকেই জুলাইয়ের আন্দোলনে সরাসরি অংশ নিয়েছেন। আবার কারও আপনজন এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। তাদের নিজেদের বা আপনজনদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ বাংলাদেশের মানুষ একটি মুক্ত পরিবেশে বসবাস করতে পারছেন। তিনি বলেন, দেশের মানুষের আত্মত্যাগের মর্যাদা রক্ষা এবং তাদের প্রত্যাশার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মানুষের আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, এসব আত্মত্যাগের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা, যেখানে দেশের মানুষ আরও ভালোভাবে বসবাস করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যাদের আমরা হারিয়েছি, যারা শারীরিকভাবে আহত হয়েছেন কিংবা অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের সবার আত্মত্যাগের পেছনে একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেটি হলো বাংলাদেশকে আরও ভালো করা।' রাষ্ট্র ও সরকারের নানা সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, সীমাবদ্ধতার মধ্যেও দেশকে বাস্তবতার নিরিখে এগিয়ে নিতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

গুলশানে গোপন বৈঠক: আওয়ামী লীগের ছয় নেতাকর্মী ৩ দিনের রিমান্ডে

রাজধানীর গুলশানে একটি শপিংমলের ফুড কোর্টে গোপন বৈঠকের অভিযোগে গ্রেফতার ছয়জনের তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের এই রিমান্ড দেওয়া হয়। শনিবার (৮ আগস্ট) তাদের ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আসামিদের ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। শুনানি শেষে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রকিবুল হাসান প্রত্যেকের তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। রিমান্ডে যাওয়া ছয়জন হলেন—মো. মেহেদী মাসুদ চৌধুরী (৫৫), এস এম রেজওয়ান হাবিব আলিফ (৩৩), মো. নান্নু মিয়া (৩৮), মো. আমিনুর রহমান (৪২), সজল আহমেদ (২৯) ও মো. ইব্রাহিম হোসেন (৩৩)। বনানী থানার আদালতের সাধারণ নিবন্ধন শাখার কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক মোক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার গুলশান-১ এলাকায় পুলিশ প্লাজা কনকর্ড শপিংমলের পঞ্চম তলার ফুড কোর্টে আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী বৈঠকে বসেন। পুলিশের অভিযোগ, নির্বাচিত সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা এবং নাশকতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালানোর উদ্দেশ্যে সেখানে গোপন পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, গুলশান থানা এলাকায় নাশকতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তারা দীর্ঘদিন ধরে গোপন তৎপরতা চালিয়ে আসছিলেন। এ ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গুলশান থানায় মামলা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

'হাসিনা কার্ড' খেলবেন আবার বন্ধুত্বও চাইবেন, দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে বসে বারবার বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়ায় দেশটির সমালোচনা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার বক্তব্যকে ভারত সমর্থন না করার কথা বললেও তাকে বিশ্বমাধ্যমে কথা বলার সুযোগ দেওয়া এবং বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না। সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেন, ভারত কি শেখ হাসিনাকে বারবার মিটিং করতে দেওয়াটা সমর্থন করে? তারপরে ভারত বললো- উনি যা বলেছেন, তার সঙ্গে আমরা (ভারত) নাই। এভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকে না। শনিবার (৮ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট হলে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। 'জুলাই অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ফ্যাসিস্ট সরকার পতনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ভূমিকা' শীর্ষক এ আলোচনা সভার আয়োজন করে ঢাবি সাদা দল ও ইউট্যাব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে। এই আন্তঃনির্ভরতাকে শক্তি হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। তবে সেই সম্পর্ক হতে হবে পারস্পরিক মর্যাদা, সম্মান ও সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে। তিনি বলেন, আমরা কখনো আওয়ামী লীগ হতে পারবো না। আমরা বাংলাদেশের স্বার্থকে সমুন্নত রেখে পারস্পরিক মর্যাদা ও শ্রদ্ধা এবং সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো। শেখ হাসিনাকে ঘিরে ভারতের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আপনারা 'হাসিনা কার্ড' খেলবেন, আর বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাইবেন- দুটো বিপরীতমুখী। ভারতের নীতিনির্ধারক ও সরকার বিষয়টি বুঝবে বলে আশা প্রকাশ করি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

সাড়ে ৬ বছরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত ১৫ হাজার ৭১২

দেশে গত সাড়ে ৬ বছরে মোট ১৬ হাজার ৬৫টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৫ হাজার ৭১২ জন নিহত হয়েছেন। ২০২০ থেকে চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত এ সময়ে আহত হয়েছেন ১৪ হাজার ১৪৩ জন। নিহতদের বড় একটি অংশই

কিশোর ও তরুণ। এসব দুর্ঘটনায় আহতদের অর্ধেকের বেশির বয়স ১৩ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হচ্ছে কিশোর-যুবকদের মধ্যে বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানোর প্রবণতা। শনিবার (৮ আগস্ট) রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পাঠানো প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার ৩৯.৩০ শতাংশই ঘটেছে ভারী যানবাহনের ধাক্কায়। আর ৩৪.২১ শতাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্ঘটনার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী পণ্যবাহী যানবাহন। এদিকে দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের ৫৮ শতাংশের বয়স ১৩ থেকে ৩৫ বছর। রোড সেফটি ফাউন্ডেশন জানায়, বেপরোয়া চালানো, ট্রাফিক আইন না মানা ও দুর্বল আইন প্রয়োগে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বাড়ছে। এ কারণে নিরাপদ সড়কে মানসম্পন্ন হেলমেট, কঠোর আইন প্রয়োগ ও নিরাপত্তা প্রযুক্তি ব্যবহারের সুপারিশ করেছে সংগঠনটি। রোড সেফটি ফাউন্ডেশন বলছে, চার চাকার অন্যান্য যানবাহনের তুলনায় মোটরসাইকেল ৩০ গুণ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেশে গণপরিবহন ব্যবস্থা উন্নত ও সহজলভ্য না হওয়া এবং যানজটের কারণে মানুষ মোটরসাইকেল ব্যবহারে উৎসাহিত হচ্ছেন। ফলে দুর্ঘটনাও বাড়ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

স্বাভাবিক হয়ে আসছে গ্যাস সরবরাহ, সিএনজি স্টেশনে কমেছে ভোগান্তি

টানা কয়েক সপ্তাহের সংকট কাটিয়ে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলোতে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। সেখানে সিএনজিচালিত অটোরিকশাসহ অন্যান্য গাড়ির দীর্ঘ সারি কমে এসেছে। জ্বালানি পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে না হওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে চালকদের মধ্যে। শনিবার (৮ আগস্ট) ঢাকার একাধিক সিএনজি ফিলিং স্টেশন ঘুরে এ চিত্র দেখা গেছে। স্টেশনগুলোতে যানবাহনের বাড়তি চাপ নেই। আগে যেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো, সেখানে এখন চালকরা ২০ থেকে ২৫ মিনিটের মধ্যেই গ্যাস নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। গ্যাসের পর্যাপ্ত চাপ থাকায় দ্রুত সরবরাহ করাও সম্ভব হচ্ছে। চালকরা বলছেন, শুক্রবার থেকে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে এলেও সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় পাম্পগুলোতে এখনো তেমন ভিড় দেখা যাচ্ছে না। এছাড়া আগের তুলনায় গ্যাসের চাপ কিছুটা বেড়েছে। এতে স্বস্তি ফিরেছে তাদের মধ্যে। মগবাজারে কথা হয় অটোরিকশাচালক বাবুলের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'গত কয়েক সপ্তাহ ধরে গ্যাস নেওয়ার জন্য পাম্পে এসে তিন-চার ঘণ্টা লাইনে বসে থাকতে হতো। যার কারণে দিনের আয়-রোজগার প্রায় বন্ধের মুখে পড়েছিল। তবে আজ গ্যাসের প্রেশার ভালো এবং ভিড় অনেক কম। ২০ মিনিটেই গ্যাস নিতে পেরেছি।' আরেক চালক রুবেল বলেন, 'আজ গ্যাসের চাপ আছে। সিএনজি পাম্পে সিরিয়ালও তেমন নেই। নিয়মিত গ্যাস পেলে ইনকাম একটু বাড়বে।' এর আগে মহেশখালীতে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) টার্মিনালের রক্ষণাবেক্ষণের কারণে এলএনজি খালাসে বিলম্ব এবং জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ার ফলে সংকট তৈরি হয়েছিল। এতে ভোগান্তিতে পড়েন আবাসিকের গ্রাহক, সিএনজিচালক ও শিল্পখাত সংশ্লিষ্টরা। তবে কয়েকদিনের মধ্যে সংকট অনেকটাই কেটে যাবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

হাম ও উপসর্গে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু

দেশে নিশ্চিত হামে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সেই সঙ্গে হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে দুজন। এ নিয়ে হাম-সংক্রান্ত রোগে এখন পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৬৭ জনে। শনিবার (৮ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে হাম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টার মধ্যে নিশ্চিত হামে দুজন এবং সন্দেহজনক হামে দুজন মারা গেছে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হামে ৯৮ এবং সন্দেহজনক হাম রোগে ৭৬৯ জনের প্রাণ গেছে। এছাড়া, নতুন করে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৯৯ জনের। একই সঙ্গে নতুন সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে ৬৭৭ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা এক লাখ ১৭ হাজার ৪৪৪ জন। তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছে এক লাখ ১৩ হাজার ২০০ জন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

নগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে: চসিক মেয়র

নগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শনিবার (৮ আগস্ট) সকালে চট্টগ্রাম বোট ক্লাব থেকে বিমানবন্দর সড়ক হয়ে কর্ণফুলী টানেলের মুখ পর্যন্ত সড়কের চলমান উন্নয়নকাজ পরিদর্শন করেন মেয়র। পরে টাইগারপাস, লালখানবাজার, অক্সিজেন মোড়ের নির্মাণাধীন গোলচত্বরসহ বিভিন্ন এলাকার সড়ক পরিদর্শন করেন তিনি। পরিদর্শনকালে মেয়রের সঙ্গে ছিলেন চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ও প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান। তারা বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করেন। মেয়র সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলো দ্রুত সংস্কারের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে যেসব সড়কের মিডিয়ানে রেলিং নেই, সেসব স্থানে দ্রুত রেলিং স্থাপন এবং যেসব সড়কের রং উঠে গেছে, সেগুলো নতুন করে রং করার নির্দেশনা দেন। এ ছাড়া বিমানবন্দর সড়ক থেকে মোহরা পর্যন্ত যেসব সড়কের মিড-আইল্যান্ডে এখনো গাছ লাগানো হয়নি, সেসব স্থানে দ্রুত দৃষ্টিনন্দন ফুলের গাছ লাগানোর নির্দেশ দেন মেয়র। এরই

মধ্যে যেসব স্থানে গাছ লাগানো হয়েছে, সেগুলোর নিয়মিত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি। নগরীর কোথাও স্ল্যাব ও রেলিং না থাকলে সেসব স্থানে দ্রুত স্ল্যাব ও রেলিং স্থাপনেরও নির্দেশ দেন মেয়র। পরিদর্শনকালে নগরীর ১৬ নম্বর চকবাজার ওয়ার্ডের পুরাতন উর্দু লেইন এলাকায় সড়ক উন্নয়ন ও নতুন ড্রেন নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন ডা. শাহাদাত হোসেন। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১ হাজার ফুট দৈর্ঘ্য ও ১৫ ফুট প্রস্থের সড়কে লোড বেয়ারিং স্ল্যাবসহ নতুন ড্রেন নির্মাণ করা হবে। এতে চসিকের প্রায় ১৭ লাখ টাকা ব্যয় হবে। উদ্বোধনকালে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম নগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনা শুধু প্রধান সড়ককে ঘিরে নয়, নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ড, পাড়া-মহল্লা ও আবাসিক এলাকার নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করাই লক্ষ্য। দীর্ঘদিন ধরে যেসব এলাকায় সড়ক ও ড্রেনেজ সমস্যা রয়েছে, পর্যায়ক্রমে সেসব এলাকার উন্নয়ন করা হবে। তিনি বলেন, নগরবাসীর নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ চলাচল নিশ্চিত করতে টেকসই সড়ক নির্মাণের পাশাপাশি কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। সড়ক উন্নয়নের সঙ্গে পানি নিষ্কাশনকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এতে মানুষের চলাচলের দুর্ভোগ কমার পাশাপাশি জলাবদ্ধতা নিরসনেও সহায়তা করবে। মেয়র আরও বলেন, চট্টগ্রামকে পরিচ্ছন্ন, সবুজ, স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ ও স্মার্ট নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে চসিকের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। উন্নয়নকাজের মান বজায় রাখা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে সংশ্লিষ্টদের কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

এরতেজা হাসানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

পাঁচ কোটি টাকার চেক ডিজঅনারের অভিযোগে করা মামলায় দৈনিক ভোরের পাতা পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক কাজী এরতেজা হাসানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। শনিবার (৮ আগস্ট) ঢাকার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২ শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। মামলার নথি ও বাদীপক্ষের সূত্রে জানা গেছে, আর্থিক লেনদেন কেন্দ্র করে কাজী এরতেজা হাসানের বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকার একটি চেক ডিজঅনারের অভিযোগে মামলা করা হয়। বাদীপক্ষের দাবি, সংশ্লিষ্ট চেকটি ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় তা পরিশোধ হয়নি। চেকটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আদালতে মামলা করা হয়। মামলার শুনানি শেষে আদালত আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আদেশ দেন। কাজী এরতেজা হাসান দীর্ঘদিন ধরে গণমাধ্যম ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি দৈনিক ভোরের পাতার সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি তিনি সাতক্ষীরা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ছিলেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

দেশে বিনিয়োগ করতে চায় গুগল-মেটা-টিকটক: আইসিটি মন্ত্রী

দেশে বিনিয়োগ করতে গুগল-মেটা-টিকটকের প্রস্তাব এসেছে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। তিনি বলেন, দেশের কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কে প্রাণ ফিরেছে। বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে গুগল-মেটা-টিকটকের কাছ থেকেও। শনিবার (৮ আগস্ট) দেশের প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের বিকাশ, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ সরেজমিনে দেখতে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অবস্থিত দেশের প্রথম হাই-টেক পার্ক কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক পরিদর্শনে এসে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সরকারের ঘোষিত ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শনের অংশ হিসেব শনিবার মন্ত্রী গাজীপুর পরিদর্শনে যান। বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধারের অংশ হিসেবে আইসিটি খাতে সফটওয়্যার, অ্যাপ ও হার্ডওয়্যার শিল্পে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার এবং 'মেইড ইন বাংলাদেশ' উদ্যোগের মাধ্যমে দেশীয় পণ্য বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামূলক করার অঙ্গীকার রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম জানান, বিএনপি সরকার ২০২৬ সালের নির্বাচনি ইশতেহারের আলোকে 'ন্যাশনাল গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি' বাস্তবায়ন এবং এআই হাব ও সফটওয়্যার-অ্যাপ-হার্ডওয়্যার উৎপাদনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের জন্য ফিসক্যাল ও নন-ফিসক্যাল প্রণোদনার প্রস্তাবনাও প্রস্তুত করা হচ্ছে। মন্ত্রী আরও বলেন, মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়নের পর দেশি-বিদেশি কোম্পানিগুলোকে জমি ও রেডি স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে সফটওয়্যার, অ্যাপ, হার্ডওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের বিকাশ, বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে। ৮৫টি কোম্পানির বিনিয়োগ, উৎপাদনে ৪০টি কোম্পানির বিনিয়োগ পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্ত্রী জানান, কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কে এ পর্যন্ত মোট ৮৫টি প্রতিষ্ঠানকে জমি বা স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৭টি বিদেশি প্রতিষ্ঠান। ৮৫টির মধ্যে ৪০টি প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে ব্যবসা বা উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে, ২৮টি নির্মাণাধীন এবং আরও ১৭টি শিগগিরই নির্মাণকাজ শুরু করবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

তরুণদের নেতৃত্বেই প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন টেকসই হবে: টেলিযোগাযোগমন্ত্রী

তরুণরা নেতৃত্ব দিলেই প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন টেকসই হবে বলে মন্তব্য করেছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। তিনি বলেন, দেশের তরুণরা পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিলে প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়ন আরও টেকসই হবে। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, সততা, সৃজনশীলতা ও দেশপ্রেমই আগামীর বাংলাদেশের সবচেয়ে

বড় শক্তি। শনিবার (৮ আগস্ট) গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, বাংলাদেশ ক্যাম্পাসে 'রোবোফিউশন ১.০- ন্যাশনাল রোবটিক্স ফেস্টিভ্যাল'-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী বলেন, সরকারের লক্ষ্য শুধু প্রযুক্তি মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া নয়, বরং এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে তরুণরা প্রযুক্তির ব্যবহারকারী থেকে উদ্ভাবকে পরিণত হবে। তিনি বলেন, এ লক্ষ্যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, সাইবার নিরাপত্তা, উদ্ভাবন, গবেষণা, স্টার্ট-আপ এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। ফকির মাহবুব আনাম জানান, আমাদের জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও উদ্ভাবনকেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা। আর সে লক্ষ্য অর্জনে দক্ষ মানবসম্পদ, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা সৃষ্টি এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেবল পাঠদান বা ডিগ্রি প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, এগুলোকে গবেষণা, উদ্ভাবন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া সহযোগিতার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মন্ত্রী আরও জানান, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর প্রযুক্তিগত সাফল্যের পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণা ও উদ্ভাবন মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সেই ভূমিকা আরও শক্তিশালীভাবে পালন করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

বাসাবাড়িতে ডেঙ্গুর লার্ভা পেলেই জরিমানা, মাঠে নামছেন ১০ ম্যাজিস্ট্রেট

রাজধানীর বাসাবাড়ি কিংবা কোনো স্থাপনায় ডেঙ্গুর লার্ভা পাওয়া গেলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা করা হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক শফিকুল ইসলাম খান। একই সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ির সামনে ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখলেও নেওয়া হবে আইনগত ব্যবস্থা। এজন্য এরই মধ্যে ডিএনসিসিতে ১০ জন ম্যাজিস্ট্রেট যোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তাদের মাধ্যমে দ্রুত অভিযান শুরু হবে। শনিবার (৮ আগস্ট) সকালে রাজধানীর নওয়াব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও র‍্যালির উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন ডিএনসিসি প্রশাসক। শফিকুল ইসলাম খান বলেন, 'ক্লিন ঢাকা, গ্রিন ঢাকা' গড়তে শুধু সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ওপর নির্ভর করলে হবে না। নগরবাসীকেও নিজেদের দায়িত্ব বুঝতে হবে। নাগরিকদের সহযোগিতা ছাড়া রাজধানীকে পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, চলার পথে হাতে থাকা টিস্যু, পানির বোতল বা অন্য কোনো ছোটোখাটো বর্জ্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে। নাগরিকরা যেখানে-সেখানে ময়লা না ফেললে রাস্তার পাশে বিচ্ছিন্নভাবে আবর্জনা পড়ে থাকবে না। এভাবেই ধীরে ধীরে একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন নগর গড়ে তোলা সম্ভব। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

ঐক্যবদ্ধভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে: গণপূর্তমন্ত্রী

ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ ও এলাকার মানুষের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী জাকারিয়া তাহের। শনিবার (৮ আগস্ট) রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) ভবনে 'বরুড়া উপজেলা জনকল্যাণ সমিতি, ঢাকা'র নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব গ্রহণ, অভিষেক ও বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। মন্ত্রী বলেন, 'বরুড়া উপজেলা জনকল্যাণ সমিতিকে একটি অরাজনৈতিক ও জনকল্যাণমূলক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এগিয়ে নিতে দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সম্পৃক্ত হতে হবে। ব্যক্তিগত কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে এলাকার মানুষের কল্যাণে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, বরুড়া উপজেলার ছোট- বড় প্রায় ৩০০টি রাস্তা বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে বরুড়ায় কোনো কাঁচা রাস্তা থাকবে না। এমন লক্ষ্য নিয়ে কাজ চলছে। পাশাপাশি এলাকার পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ যোগাযোগব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বরুড়ায় একটি টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং চলতি বছরের শেষ নাগাদ এর টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ১০১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসহ এলাকার স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। জনগণের ভোট ও দোয়ার মাধ্যমে দায়িত্ব পেয়েছেন উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে জনগণের কাছে নিয়মিত জবাবদিহি করতে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ সময় বরুড়ার সার্বিক উন্নয়নে তিনি সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে নির্বাচিত সংসদের বিকল্প নেই: শাহদাত সেলিম

জুলাই সনদে থাকা সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে নির্বাচিত সরকার ও সংসদের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সংসদ সদস্য শাহদাত হোসাইন সেলিম। তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা, মতামত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি বিশেষ কমিটির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করে সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে। এর বাইরে বাস্তবসম্মত কোনো পথ নেই। শনিবার (৮ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'সংস্কার কতদূর? অগ্রগতি, বাধা ও করণীয়, গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্য সংলাপ, জুলাই সনদ প্রসঙ্গ' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস) সভাপতি জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক

দলের নেতারা বক্তব্য দেন। শাহদাত হোসাইন সেলিম বলেন, জুলাই সনদ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। ৮৪টি বিষয়ের মধ্যে ১৬টিতে 'নোট অব ডিসেন্ট' ছিল। তবে এসব নোট অব ডিসেন্টের সবগুলো বিএনপির দেওয়া নয়। তিনি বলেন, বিভিন্ন কমিশনের প্রস্তাব এমনভাবে করা হয়েছিল, যাতে বিএনপিকে হাত-পা বেঁধে সাঁতার কাটতে দেওয়া হয়েছে। তবে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে, সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, জুলাই সনদের অনেক বিষয় বাস্তবায়নের জন্য সংবিধান ও বিদ্যমান আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইনও প্রণয়ন করতে হবে। এসব কাজ শেষ পর্যন্ত জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ও সংসদকেই করতে হবে। নারীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ঐকমত্য কমিশনে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে শাহদাত হোসাইন সেলিম বলেন, নারীদের জন্য ৫০টি সংরক্ষিত আসনের পাশাপাশি আরও ৫০টি আসনে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই যোদ্ধাদের অটোরিকশা-রিকশা উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া দুই যোদ্ধার আত্মকর্মসংস্থান ও জীবিকা নির্বাহে সহায়তার জন্য একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও দুটি প্যাডেলচালিত রিকশা উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এছাড়া বগুড়ার ৬৫ বছর বয়সী এক বাসিন্দাকে দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা উপহার দেওয়া হয়েছে। শনিবার (৮ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব উপহার তুলে দেওয়া হয়। এসময় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের শারীরিক অবস্থা, পরিবার ও জীবিকা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব গাজী শাহরিয়ার পামির এ তথ্য জানান। সিএনজিচালিত অটোরিকশা পেয়েছেন নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার বাসিন্দা এবং মিরপুর বাঙলা কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আজিজ শেখ। তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি অটোরিকশা চালিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে মিরপুর-১০ এলাকায় আন্দোলনে অংশ নিয়ে গুলিবিদ্ধ হন আজিজ শেখ। তার শরীরে ৩৬টি স্প্লিন্টার বিদ্ধ হয়। উপহার দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী তাকে বলেন, 'অবশ্যই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।' অন্যদিকে কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাসিন্দা মো. গফফারকে দুটি প্যাডেলচালিত রিকশা উপহার দেওয়া হয়। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় তিনি রাজধানীর মহাখালী এলাকায় আন্দোলনকারীদের নিয়মিত পানি সরবরাহ করেন। পাশাপাশি নিজের রিকশায় আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দেন। গফফার জানান, উপহার পাওয়া রিকশার একটি ঢাকায়ই চালিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করবেন। আরেকটি ভাড়া দেবেন। এছাড়া বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাসিন্দা আসাদুল হক বিশুকে দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী। কর্মসংস্থানের অভাবে তিনি অনেক কষ্টে জীবনযাপন করছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

বাঁশখালীকে বন্যামুক্ত করতে নির্মাণ হবে টেকসই বেড়িবাঁধঃ ত্রাণমন্ত্রী

চট্টগ্রামের বাঁশখালীকে প্রতিবছরের বন্যার কবল থেকে মুক্ত করতে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু। শনিবার (৮ আগস্ট) বাঁশখালী উপজেলার সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, বাঁশখালীর বিভিন্ন খাল দীর্ঘদিন ধরে দখল ও দূষণের কারণে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। ফলে স্বাভাবিক বৃষ্টিতেই খালের পানি উপচে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে খালগুলো খনন ও পুনঃখননের মাধ্যমে পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক করা হবে, যাতে বৃষ্টির পানি দ্রুত নেমে যেতে পারে। পাহাড়ি ঢল থেকে বসতবাড়ি রক্ষায় টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। দুলু বলেন, প্রতিবছর বাঁশখালীবাসীকে যাতে বন্যার সঙ্গে লড়াই করতে না হয়, সে জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আগামীকাল রোববার (৯ আগস্ট) চট্টগ্রামে আসছেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ঘর নির্মাণ, ত্রাণ বিতরণসহ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচিতে তিনি অংশ নেবেন বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষ্যে শনিবার বাঁশখালীতে আসেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী। তিনি উপজেলার বাহারছড়া এলাকায় প্রধানমন্ত্রীর জনসভাস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পাসহ স্থানীয় বিএনপির নেতারা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাইয়ের অর্জনকে রাজনীতিকরণ করা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে প্রতারণার শামিল

জুলাইয়ের চেতনা বিক্রি করে যারা রাজনীতি করছেন, তারাই ফ্যাসিবাদী সরকারের ফিরে আসার আবহ তৈরি করে দিচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, ৫ আগস্টের অর্জন কোনো একক দলের নয়, গণতন্ত্রকামী মানুষের আন্দোলনের ফসল। এ অর্জনকে রাজনীতিকরণ করা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে প্রতারণার শামিল। জুলাই অভ্যুত্থানের দুই বছর উপলক্ষে 'ফ্যাসিস্ট সরকার পতনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি। শনিবার (৮ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাবির নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ আলোচনা সভা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দল ও ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব

বাংলাদেশ (ইউট্যাব)। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাদা দলের আহ্বায়ক ও ইউট্যাবের মহাসচিব অধ্যাপক মো. মোরশেদ হাসান খান। অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে শহীদদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের প্রতিযোগিতায় আসতে হবে। চেতনা বিক্রির রাজনীতি থেকে সরে আসতে হবে। দেশে এই রাজনীতি আর হবে না। আওয়ামী লীগকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করা হবে কি না সে বিষয়ে তদন্ত চলছে বলেও জানান তিনি। একই সঙ্গে এমন রাজনৈতিক চর্চা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান, যাতে ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থানের সুযোগ তৈরি হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারের মেয়াদ মাত্র পাঁচ-ছয় মাস। অথচ এরই মধ্যে সরকারকে ব্যর্থ বলা হচ্ছে। তবে ব্যর্থতার মূল্যায়নের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় প্রয়োজন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র সংরক্ষণে উদ্যোগ নেওয়া হবে: তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী

চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রকে ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। শনিবার (৮ আগস্ট) কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী বলেন, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র দেশের ইতিহাস ও মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ কেন্দ্র থেকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায় যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এ বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাংবাদিকদের কল্যাণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের বরাদ্দ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চলতি বা আগামী অর্থবছরের মধ্যে এ বরাদ্দ বাড়ানো সম্ভব হবে বলে আশা করছি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব, মিসইনফরমেশন ও ডিজইনফরমেশন প্রতিরোধে সরকারের উদ্যোগ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, নিউ মিডিয়ার মাধ্যমে একটি বড় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। অপতথ্য ও মিথ্যা তথ্যের বিস্তার রোধের পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শিক্ষণীয় ও সচেতনতামূলক কনটেন্ট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকদেরও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

একজন শিক্ষকই বদলে দিতে পারেন একটি প্রজন্ম: এমপি এনাম

একজন শিক্ষক আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান হলে একটি প্রজন্মকে আলোকিত করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ এনামুল হক এনাম। তিনি বলেন, একটি শিশুর হাতে বই তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়েই একজন শিক্ষকের দায়িত্ব শেষ হয় না। শিশুর মেধা, মনন, নৈতিকতা ও ভবিষ্যতের ভিত গড়ে তোলার গুরুদায়িত্বও শিক্ষকের ওপর বর্তায়। শনিবার (৮ আগস্ট) দুপুরে পটিয়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ‘মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সহকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। পটিয়া উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এমপি এনামুল হক বলেন, একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তির ওপর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শুধু পাঠদান করেন না, তারা একটি শিশুর স্বপ্ন, নৈতিকতা ও ভবিষ্যৎ গড়ে দেন। তাই মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, শুধু বিদ্যালয়ের ভবন, অবকাঠামো কিংবা আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও দায়িত্বশীল শিক্ষক। একজন শিক্ষক যদি নিজের দায়িত্বকে শুধু চাকরি হিসেবে না দেখে মহান পেশাগত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহলে শিক্ষার্থীদের জীবন বদলে দেওয়া সম্ভব। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

জ্বালানি খাত বেসরকারি কোম্পানিকে দেওয়ার উদ্যোগ স্থগিতের দাবি জামায়াতের

জ্বালানি তেল আমদানি, মজুত, পরিবহন, বিতরণ ও বিপণন বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার সরকারি উদ্যোগ অবিলম্বে স্থগিতের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটির সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ভেঙে বেসরকারি একচেটিয়া তৈরি হলে তা জনগণের জন্য আরও বড় সংকট তৈরি করবে। শনিবার (৮ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর মগবাজারে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ‘সরকারের নতুন জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়নের পদক্ষেপ’ নিয়ে আয়োজিত জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি, মজুত, পরিবহন, বিতরণ ও বিপণনের কাজ বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার নতুন নীতিমালা তৈরির কাজ চলছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, এটি সংস্কার নয়, এটি হস্তান্তর। এটি প্রতিযোগিতা নয়, এটি দুর্নীতি ও লুটপাটের লাইসেন্স।’

তিনি বলেন, নতুন চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব দেওয়ার চার দিনের মাথায় বেসরকারি পর্যায়ে পরিশোধিত জ্বালানি আমদানি, সংরক্ষণ, পরিবহন, বিতরণ ও বিপণনের জন্য চার দিনের মধ্যে খসড়া নীতিমালা তৈরির নির্দেশ দিয়েছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। এ বিষয়ে জনগণের সামনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি। জামায়াতের এই নেতা বলেন, গত ৬ আগস্ট বাংলাদেশ অয়েল, গ্যাস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ফেডারেশন চট্টগ্রামে জরুরি সভা করে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি, বিক্রয় ও বিপণন বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার 'পাঁয়তারা' চলছে বলে অভিযোগ করেছে। ফেডারেশনের নেতারা এ উদ্যোগকে সরকারের জন্য আত্মঘাতী এবং দেশের জন্য বিপজ্জনক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, জ্বালানি তেল আমদানির জন্য গভীর সমুদ্রবন্দর, সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং, বড় ট্যাংক টার্মিনাল, পাইপলাইন ও বিপুল অর্থের ব্যাংকিং সক্ষমতা প্রয়োজন। বাংলাদেশে এ সক্ষমতা হাতেগোনা কয়েকটি গোষ্ঠীর রয়েছে। ফলে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ভেঙে বেসরকারি একচেটিয়া তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

শেখ হাসিনার দৌরাত্ম্য বন্ধে ভারতের ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে

শেখ হাসিনার দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে ভারতের ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান। শনিবার (৮ আগস্ট) এক বিবৃতিতে তিনি এ আহ্বান জানান বলে দলের কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের প্রচার ও দাওয়াহ সম্পাদক শেখ ফজলুল করীম মারুফের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। আতাউর রহমান বলেন, পতিত আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনাকে ভারত আশ্রয় দিয়ে এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ দিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে শত্রুতামূলক সম্পর্ক জিইয়ে রাখার যে নীতি নিয়েছে তা দীর্ঘমেয়াদে ভারতেরই ক্ষতি বয়ে আনবে। বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন না করে একটি স্বৈরাচারী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়ার পরিণতি ভারতকে বহন করতে হবে। 'আমরা সরকারকে বলবো, শেখ হাসিনার দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে ভারতের ওপর চাপ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আওয়ামী নৃশংসতা নিয়ে বৈশ্বিক প্রচারণা জোরদার করতে হবে। কারণ মিথ্যা প্রচারণায় আওয়ামী লীগের পারঙ্গমতা প্রমাণিত,' যোগ করেন তিনি। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব বলেন, ফ্যাসিবাদের সঙ্গে জড়িতদের বিচারে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া যাবে না, বিচারের গতি শ্লথ করা যাবে না। দেশ থেকে ফ্যাসিবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে। অন্যথায় দেশে ফেরার ঘোষণা দিয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করার সুযোগ বারবার নেবে শেখ হাসিনা। সেই রাস্তা বন্ধ করতে দ্রুত ও ব্যাপকতার সঙ্গে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে জড়িতদের বিচার করতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

'প্রতিটি বিভাগে ভেটেরিনারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে'

দেশের প্রতিটি বিভাগে একটি করে ভেটেরিনারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। একই সঙ্গে ভেটেরিনারি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা শেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। শনিবার (৮ আগস্ট) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ভেটেরিনারি এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের (বিএসভিইআর) উদ্যোগে আয়োজিত ৩২তম বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, 'ফিশারিজ খাতেও ৫০০টির বেশি পদের অনুমোদন হয়েছে। খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রাণিসম্পদ খাতে গবেষণার বিকল্প নেই। গবেষণা যত বাড়বে, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার সক্ষমতাও তত বাড়বে। এ সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাইক-ফলোয়ার বাড়ানোর জন্য উল্টাপাল্টা বক্তব্য দিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন প্রতিমন্ত্রী। এসময় তিনি বলেন, 'তরুণ নেতৃত্বের কাছ থেকে মানুষ দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশা করে। জনগণ এখন বৈষম্যহীন ও গণতান্ত্রিক সমাজ চায় এবং পাঁচ বছর পর জনগণই সরকারের কর্মকাণ্ডের বিচার করবে। একইসঙ্গে কারা দেশ পরিচালনা করবে, সেই সিদ্ধান্তও নেবে।' প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, 'ষড়যন্ত্র, অস্থিরতা, নির্যাতন, ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারের রাজনীতি জনগণ কখনো গ্রহণ করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। বিএনপি একটি আধুনিক, উদার ও গণতান্ত্রিক দল এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে।' তিনি আরও বলেন, 'বিএনপি কোনো নিউজ কন্ট্রোল করে না। গণমাধ্যমকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আমরা ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করি। যতবার বাংলাদেশের মানুষ নিরপেক্ষভাবে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে, ততবার মানুষ বিএনপিকে বেছে নিয়েছে।'
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

একটি চক্র জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতকে অস্থিতিশীল করার জন্য সক্রিয়

একটি চক্র সুকৌশলে জ্বালানি কিংবা বিদ্যুৎ খাতকে অস্থিতিশীল করার জন্য সক্রিয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তবে, ইতিবাচক উদ্যোগের মাধ্যমে সরকার সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্বালানিসহ প্রতিটি খাতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর করতে সরকার বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ পর্যায়ক্রমে আগামী পাঁচ বছরে জিডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করার

পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে বর্তমান সরকার দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো স্বাস্থ্যখাতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে। শনিবার (৮ আগস্ট) জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত চিকিৎসক সমাবেশে দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের নীতি হচ্ছে 'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর'। মানুষকে যদি শুরুতেই রোগের উৎপত্তির কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সচেতন করা যায়, তাহলে শুরুতেই সহজেই অনেক রোগের নিরাময় সম্ভব। এ কারণে বিদ্যমান চিকিৎসাব্যবস্থার পাশাপাশি নতুন করে আরও এক লাখ হেলথ ওয়ার্কার বা স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। এসব স্বাস্থ্যকর্মী নাগরিকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করবেন। তবে, হেলথ ওয়ার্কার বা স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত করার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের নেতৃত্ব দিতে হবে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। চিকিৎসক না হয়েও চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে টমাস এডিসনের একটি বক্তব্য উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, উনিশ শতকের শুরুর দশকে টমাস এডিসন বলেছিলেন, ভবিষ্যতের চিকিৎসক কোনো ওষুধ দেবেন না। বরং, তিনি রোগীদের মানবদেহের যত্ন ও খাদ্যাভ্যাস এবং রোগের কারণ ও প্রতিরোধের বিষয়ে আগ্রহী করে তুলবেন। টমাস এডিসনের এই চিন্তার সঙ্গে বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্যসেবা নীতির মিল রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের রাজনীতিতে সংশ্লিষ্টতা নিয়ে সচেতন মহলে আলোচনা রয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর পক্ষে-বিপক্ষে নানা মতও রয়েছে। তিনি বলেন, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যেহেতু প্রায় সব কাজকেই প্রভাবিত করে, সেহেতু শিক্ষার্থী, শিক্ষক কিংবা পেশাজীবী সবাই যার যার মতাদর্শ অনুসারে রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত থাকা কিংবা রাজনৈতিকভাবে সচেতন থাকা অযৌক্তিক নয়। তবে, অতিমাত্রায় রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা যেন নিজেদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রথাগত রাজনীতির বাইরে এসে রাজনীতির গুণগত পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি। দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও চিকিৎসাসেবাকে আরও কার্যকর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে ৫ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ।

২. সরকারি চাকরিতে চিকিৎসকদের প্রবেশের বয়সসীমা ৩২ থেকে ৩৪ বছরে উন্নীত করা।

৩. চিকিৎসকদের অবসরের বয়সসীমা ৬১ থেকে ৬৫ বছরে উন্নীত করা।

৪. চিকিৎসক ও রোগী উভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সময়োপযোগী স্বাস্থ্যসেবা সুরক্ষা আইন প্রণয়ন।

৫. উপজেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত চিকিৎসকদের জন্য বিশেষ ভাতা ও প্রণোদনার ব্যবস্থা।

৬. বেসরকারি খাতে কর্মরত লক্ষাধিক চিকিৎসকের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও ন্যায্য বেতন কাঠামো প্রণয়ন।

৭. শুধু রাজধানীকেন্দ্রিক না রেখে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসকদের এসব প্রস্তাব অযৌক্তিক না। এরইমধ্যে শিশু হাসপাতালসহ ঢাকার বাইরে বেশ কিছু বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। চিকিৎসকদের উপস্থাপিত অন্যান্য প্রস্তাবও ইতিবাচকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পর্যায়ক্রমে বিবেচনা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার একটি ভঙ্গুর রাষ্ট্র পেয়েছে। পেয়েছে দুর্বল অর্থনীতি, বিভাজিত প্রশাসন, ভঙ্গুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা। সেই অবস্থা থেকে সরকার সফলভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। এমন পরিস্থিতিতেও রাষ্ট্র, রাজনীতি, শাসন ও প্রশাসনে ফ্যাসিবাদের সুবিধাভোগীরা বসে নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি একটি চক্র সুকৌশলে জ্বালানি কিংবা বিদ্যুৎ খাতকে অস্থিতিশীল করার জন্য সক্রিয়। তবে, ইতিবাচক উদ্যোগের মাধ্যমে সরকার সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্বালানিসহ প্রতিটি খাতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর করতে সরকার বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থাকে আধুনিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে বর্তমান সরকার দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো স্বাস্থ্যখাতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে। পর্যায়ক্রমে এই বরাদ্দ আগামী পাঁচ বছরে জিডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর পাশাপাশি যত দ্রুত সম্ভব ই-হেলথ কার্ড চালুর কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান তিনি। প্রতিটি উপজেলা হাসপাতালকে ১০১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তবে, চিকিৎসকেরা সেবার মানসিকতা নিয়ে নিজেদের নিবেদিত না রাখলে শুধু অবকাঠামোগত উন্নতির মাধ্যমে সফলতা আসবে না বলে মন্তব্য করেন তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে চিকিৎসকদের নানা সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হতে হয়। তারপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত অবহেলা বা দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য একদিকে সরকারের সামগ্রিক কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। অন্যদিকে, চিকিৎসক ও চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে জনমনে অনাস্থা তৈরি করে। এক্ষেত্রে, জনগণ চিকিৎসকদের কাছ থেকে আরও দায়িত্বশীল ও মানবিক ভূমিকা প্রত্যাশা করে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, আসুন, আমরা সবাই মিলে এমন একটি চিকিৎসাবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তুলি, যেখানে দেশের প্রতিটি মানুষ মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পাবে এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশমুখী হতে হবে না।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

তনু হত্যা মামলায় সাবেক সেনাসদস্য হাফিজুর ফের গ্রেফতার

কুমিল্লার সোহাগী জাহান তনু হত্যা মামলায় অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য হাফিজুর রহমানকে ফের গ্রেফতার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। শনিবার (৮ আগস্ট) দুপুরে পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার আবু ইউসুফ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আদালতের আদেশ প্রতিপালন না করা এবং একই আদেশে পুলিশের প্রতি হাফিজুরকে গ্রেফতারের নির্দেশ থাকায় শনিবার ঢাকার কেরানীগঞ্জের নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে কুমিল্লার আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। পিবিআই জানিয়েছে, চেম্বার জজ আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং হাফিজুরের পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রোধে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগে গত ২২ এপ্রিল তনু হত্যা মামলায় হাফিজুরকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠানো হয়। পরে হাইকোর্ট থেকে জামিন নিয়ে গত ৪ আগস্ট তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। তবে গত ৬ আগস্ট হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত করেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত। একই সঙ্গে তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে তাকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেন আদালত।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

আলিয়া মাদরাসা এলাকায় ফের সংঘর্ষের শঙ্কা, পুলিশ মোতায়েন

রাজধানীর বকশীবাজারে সরকারি আলিয়া মাদরাসা এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বাহিনী সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগের সংঘর্ষের জেরে শনিবারও (৮ আগস্ট) সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মাদরাসা ও আশপাশের এলাকায় এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জাগো নিউজকে বলেন, বকশীবাজার মোড়, আলিয়া মাদরাসা সড়ক ও গেটের সামনে পুলিশ সদস্যরা মোতায়েন রয়েছেন। এখানে এর আগে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এক গ্রুপ আজ মাদরাসায় প্রবেশের ঘোষণা দেওয়ার কারণে সংঘর্ষের শঙ্কা থেকে আগাম প্রস্তুতি হিসেবে পুলিশ সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। আলিয়া মাদরাসায় হল দখলকে কেন্দ্র করে গত মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) বিকেলে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এতে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, হল দখল নিয়ে দুই ছাত্রসংগঠনের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। বিকেলের দিকে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষের নেতাকর্মীদের দেশীয় অস্ত্র হাতে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং মুখোমুখি অবস্থান নিতে দেখা যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কয়েকটি ভিডিওতে দেশীয় অস্ত্র হাতে সংঘর্ষে জড়ানোর দৃশ্য দেখা গেছে। এসব ভিডিওতে কয়েকজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে সহপাঠীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনার চারদিন পর শনিবার শিবিরের পক্ষ থেকে মাদরাসায় ঢোকার ঘোষণা দেওয়া হয়।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

তারেক রহমানকেও আয়নাঘরে বন্দি রেখে নির্যাতন করা হয়েছিল: চিফ প্রসিকিউটর

ওয়ান ইলেভেন সরকারের সময়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ডিজিএফআই সদর দপ্তরে থাকা জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেন্টারের (জেআইসি) যে কোনো একটি সেলে বন্দি রেখে নির্যাতন করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, আমরা চাইবো ভবিষ্যতে আর কেউ যেন বিনা বিচারে বন্দি না থাকেন। কাউকে যেন এমন করে বিনা বিচারে আটক না রাখা হয়, সরকারের কাছে আমার এই দাবি। শনিবার (৮ আগস্ট) ডিজিএফআইয়ের জেআইসি সেল নামক গোপন বন্দিশালা বা 'আয়নাঘর' পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, বিগত সরকার শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি অমানবিক রাষ্ট্র কায়েম করেছিল। সরকারের অসৎ উদ্দেশ্যে 'আয়নাঘর' নামের এই টর্চার সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ভিন্নমতের অনেক ব্যক্তিকে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এসব টর্চার সেলে আটকে রাখা হয়। তিনি বলেন,ওয়ান ইলেভেনের সময়ে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে জেআইসি সেলে বন্দি রেখে নির্যাতন করা হয়েছিল। আমিনুল ইসলাম বলেন, এসব টর্চার সেলের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল, তাদের বিচারের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ঘটনায় আরও যাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যাবে, তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে বিএনপির আন্দোলন সংগ্রামকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে

জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে বিএনপির আন্দোলন সংগ্রামকে একটু বেশি দেখানো হয়েছে, জাদুঘর পরিদর্শন শেষে এমন মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, এটা যেন দলীয় ইতিহাস চর্চার জায়গা না হয়, জাতীয় ইতিহাস চর্চার জায়গা হয়। প্রকৃত সত্যটাই যেন আসে এবং সবাই যেন ধারণ করতে পারে। শনিবার (৮ আগস্ট) বেলা ১১টার পর জাদুঘর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। তিনি

বলেন, এই গণভবন থেকে শেখ হাসিনা স্বৈরাচারী সব সিদ্ধান্ত নিতো। মানুষকে লুটপাট, অর্থ লুটপাটসহ সব সিদ্ধান্তই নিতো। অন্তর্বর্তী সরকার এটাকে জাদুঘরে রূপান্তরের পরিকল্পনা নেয়। আমরা সংসদে এবং বাইরে প্রচুর কথা বলেছি জাদুঘরটি খুলে দেওয়ার জন্য। আমি এর আগেও এখানে এসেছিলাম। নির্বাচনের পরে কিছু পরিবর্তন সরকার করেছে। নাহিদ ইসলাম বলেন, এখানে সীমান্ত হত্যার সেগমেন্ট ছিল, সীমান্তে যেসব হত্যাকাণ্ড হয়েছে, সোগুলোর স্মৃতি, মোদিবিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তিনি বলেন, বিগত ১৬ বছরে বাংলাদেশে যে ফ্যাসিবাদ ছিল তার সঙ্গে ভারত জড়িত ছিল। বিএনপি হয়ত ভারতকে ভয় পাচ্ছে। সরকার ভাবছে এগুলো করে তারা ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখতে পারবে। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো বা খারাপের বিষয় না। সম্পর্ক হতে হবে মর্যাদাপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে যেসব স্মৃতি রাখা হয়েছে সেগুলোকে আরও বিস্তারিত দেখানো উচিত। টাইমলাইন ধরে ধরে বিভিন্ন জেলায়, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সবকিছুকে আনা উচিত। এখানে কেন্দ্রীয় বা পরিচিত মুখগুলো বারবার এসেছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, যারা জাদুঘরের দায়িত্বে আছে তাদের আমরা বিষয়টি বলেছি। জাদুঘরে যথেষ্ট পরিমাণ জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়নি। আমরা সংসদে বলেছিলাম এটি স্বায়ত্তশাসিত জাদুঘর হওয়া উচিত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের হত্যার বিচার নিয়ে হতাশা প্রকাশ করলেন স্নিগ্ধ

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের হত্যাকাণ্ডের বিচার নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধর ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ। তিনি বলেন, যেই পুলিশ সদস্য শহীদ আনাসকে গুলি করেছে, তাকে নামমাত্র তিন বছরের সাজা দেওয়া হয়। তৎকালীন আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন এই পুলিশ বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ছাত্র-জনতার ওপর গুলি বর্ষণ করার জন্য, তাকে নামমাত্র পাঁচ বছরের সাজা দেওয়া হয়। সেটি নিয়ে সবাই চুপ থাকে। শনিবার (৮ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট হলে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। 'জুলাই অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ফ্যাসিস্ট সরকার পতনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ভূমিকা' শীর্ষক এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মীর স্নিগ্ধ বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তন, রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন এবং গণহত্যার সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা জরুরি। শহীদদের আকাঙ্ক্ষার কথা যদি বলি, আমার মতে এটি তিনটি লাইনে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোর পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সংস্কৃতি বা পলিটিক্যাল কালচারের পরিবর্তন। তৃতীয়ত, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের গণহত্যার সুষ্ঠু বিচার সম্পন্ন করা। তিনি বলেন, পার্লামেন্টে কোনো এক তরুণ সদস্য দাঁড়িয়ে বলছেন, জেন-জিরা অমুক জিনিস চায় না। আমার প্রশ্ন, কোন জাতীয় সম্মেলনে, কোন গণভোটের মাধ্যমে সেই তরুণ সদস্যকে জেন-জিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে? স্নিগ্ধ আরও বলেন, যে কোনো বিষয় আলোচনা, সমালোচনা ও সংশোধনযোগ্য। তবে একটি প্রজন্মের কথা বলে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান চাপিয়ে দেওয়া রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তিনি বলেন, এভাবে জেন-জি দের কথা বলে, একটা জেনারেশনের কথা বলে নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকে চাপিয়ে দেওয়া, এটিতো আরেকটি ফ্যাসিবাদের লক্ষণ। মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ বলেন, আমাদের যারা সিনিয়র রাজনীতিবিদ রয়েছেন যাদেরকে মানুষ ভালোবাসে, সম্মান করে এবং ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে, তাদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় যে যা ইচ্ছা তাই দিয়ে মন্তব্য করছেন, মুখে যা আসছে তাই বলছেন। এরকম রাজনৈতিক সংস্কৃতি তো আমরা ফ্যাসিস্ট সরকারের, ফ্যাসিস্ট প্রধানমন্ত্রীর মুখে দেখতে পেতাম। আমরা তো এরকম সংস্কৃতি চাইনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

মাতারবাড়ি মেগা প্রকল্প পরিদর্শনে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সরকারি সফরে রবিবার (৯ আগস্ট) কক্সবাজারের মহেশখালী এবং চট্টগ্রাম যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর চট্টগ্রাম ও মহেশখালীতে এটিই তার প্রথম সফর। এ সফরে তিনি মহেশখালীর অন্যতম মেগা প্রকল্প মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর পরিদর্শনের পাশাপাশি চট্টগ্রামের বাঁশখালী, ফটিকছড়ি ও হাটহাজারীতে বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসন কর্মসূচি, শীর্ষ আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সভায় অংশ নেবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রটোকল অফিসার-১ মো. উজ্জ্বল হোসেন স্বাক্ষরিত ৪ আগস্ট জারি করা সর্বশেষ সরকারি পত্র এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলীর নিশ্চিতকরণ সূত্রে এ সফরের চূড়ান্ত বিস্তারিত তথ্য জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর এই আগমনকে কেন্দ্র করে কক্সবাজারের স্থানীয় প্রশাসন এবং দলীয়ভাবে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সফরসূচি অনুযায়ী, রবিবার (৯ আগস্ট) সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী তার বাসভবন থেকে সড়কপথে তেজগাঁও বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সেখান থেকে সকাল ৯টায় হেলিকপটারযোগে মহেশখালীর মাতারবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে সাড়ে ১০টায় তিনি সেখানে উপস্থিত হবেন। এরপর তিনি দেশের অর্থনীতির গেম-চেঞ্জার হিসেবে পরিচিত মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর, কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং মহেশখালী সমন্বিত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (মিডা)-এর কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। এ সময় তিনি মেগা প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন বলেও জানা যায়। কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) আসনের সংসদ সদস্য আলমগীর মুহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ প্রধানমন্ত্রীর সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এটি কোনো জনসভা নয়, বরং সম্পূর্ণ অফিশিয়াল ভিজিট। আমাদের মেগা প্রকল্পগুলো শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য একটা

ইকোনমিক হাব। প্রধানমন্ত্রীর এ সফরে মহেশখালীবাসীর দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি, 'কক্সবাজারের সঙ্গে সংযোগকারী মহেশখালী সেতু' নির্মাণের বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

নাটোরে বাস-ভটভটি সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ৪

বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের গুরুদাসপুরের নয়াবাজার এলাকায় গরুবাহী ভটভটি (শ্যালো ইঞ্জিনচালিত) ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত বেড়ে চারজনে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। শনিবার (৮ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন পার্শ্ববর্তী বড়াইগ্রামের লক্ষীপুর ধামানিপাড়া গ্রামের গরু ব্যবসায়ী আব্দুর রহমান (৭০), আক্কাছ আলী (৫৫) ও তার ভাই জাহাঙ্গীর আলম (৪৬)। নিহত অপর ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে রাজশাহীগামী একটি বাসের সঙ্গে চান্দাইকোনা গরুর হাটে যাওয়ার পথে ওই গরুবাহী ভটভটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এসময় ভটভটিতে থাকা এক গরু ব্যবসায়ী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় কয়েকজনকে বড়াইগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়। আহত চারজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে যাওয়ার পথে আরও একজনের মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রায়ই গরুভর্তি অবৈধ ভটভটি নিয়ে হাইওয়ে সড়কে যাতায়াত করেন ব্যবসায়ীরা। হাইওয়ে পুলিশ ব্যবস্থা না নেওয়ায় প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন দুটি উদ্ধারের পাশাপাশি আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মহাসড়কে অবৈধ যান চলাচলে নিয়মিত মামলাসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

গ্রিসের উপকূলে ২০২ অভিবাসনপ্রত্যাশী উদ্ধার, বেশিরভাগই বাংলাদেশ-সুদানের

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্রিসের ক্রিট উপকূল থেকে অন্তত ২০২ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের বেশিরভাগই বাংলাদেশ ও সুদানের নাগরিক। এদের মধ্যে কিছু মিশরীয় নাগরিকও রয়েছেন। গ্রিসের স্থানীয় সংবাদপত্র দিমোক্রাতিয়া-এর বরাত দিয়ে এ সংবাদ প্রকাশ করেছে মিডল ইস্ট মনিটর। জানা গেছে, লিবিয়া উপকূল থেকে ছেড়ে আসা কয়েকটি নৌকায় করে তাদেরকে গ্রিসের ক্রিট দ্বীপের উপকূলে আনা হয়। গত ৪৮ ঘণ্টারও কম সময়ে অন্তত ২০২ জন অভিবাসী দক্ষিণাঞ্চলীয় ক্রিট দ্বীপে পৌঁছেছেন। এতে দ্বীপটির কর্তৃপক্ষ ও অভ্যর্থনা কেন্দ্রগুলোর ওপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকালে ইরাপেত্রার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আরও একটি নৌকা শনাক্ত করে ইউরোপীয় সীমান্ত ও উপকূলরক্ষী সংস্থা ফ্রন্টেক্স। তাদের একটি বিমান প্রথম এসব অভিবাসনপ্রত্যাশীদের দেখতে পায়। ওই নৌকাটিতে ৪০ জন অভিবাসী ছিলেন। পরে একটি কোস্টগার্ড টহলদল একটি মাছ ধরার নৌকার সহায়তায় অভিবাসীদের ইরাপেত্রা বন্দরে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের নিবন্ধন ও পরিচয় যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এর কয়েক ঘণ্টা আগে আরও দুটি নৌকা থেকে ১১২ জন অভিবাসীকে উদ্ধার করা হয়। প্রথম নৌকাটিতে ছিলেন ৫৬ জন। এদের মধ্যে ৩১ জন সুদানী ও ২৫ জন বাংলাদেশি। দ্বিতীয় নৌকায়ও ছিলেন ৫৬ জন যাদের মধ্যে ৪৭ জন বাংলাদেশি এবং ৯ জন মিশরীয়। জানা গেছে, ক্রিট দ্বীপে অভিবাসী আগমন বেড়ে যাওয়ায় সব অভিবাসীকে হেরাক্লিয়ন বন্দরের অস্থায়ী আবাসন কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়েছে। দ্বীপটিতে নতুন করে আসা অভিবাসীদের গ্রহণে কেন্দ্রটি এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে। এদিকে, গ্রিসের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পাচারকাজে জড়িত থাকায় দক্ষিণ সুদানের নাগরিক ১৬ বছর বয়সী এক কিশোরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগে ইরাপেত্রার ২৮ দশমিক ৫ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে উদ্ধার হওয়া ৫০ জন অভিবাসীকে পাচারের সঙ্গে তার জড়িত থাকার সন্দেহ করা হচ্ছে। অভিবাসীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই কিশোর লিবিয়ার তবরুক শহর থেকে গ্রিসের উদ্দেশ্যে নৌকা চালিয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। এজন্য প্রত্যেক অভিবাসীর কাছ থেকে ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার ডলার পর্যন্ত নেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

চিকিৎসক সমাজের পেশাগত উৎকর্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ড্যাবঃ ডা. জুবাইদা

ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব) দেশের চিকিৎসক সমাজের মানবিকতা ও পেশাগত উৎকর্ষতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সহধর্মিণী ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. জুবাইদা রহমান। শনিবার (৮ আগস্ট) জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হল প্রাঙ্গণে ড্যাবের ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিকিৎসক সমাবেশে বিশেষ অতিথির দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। বক্তব্যের শুরুতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন ডা. জুবাইদা রহমান। একই সঙ্গে ড্যাবের সব সদস্য ও দেশের চিকিৎসক সমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তিনি। ডা. জুবাইদা রহমান বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ দেশের চিকিৎসক সমাজের মানবিকতা ও পেশাগত উৎকর্ষতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।' তিনি বলেন, ঐতিহ্য, পেশাগত সক্ষমতা ও মানবিক অঙ্গীকার ধারণ করে ড্যাব ভবিষ্যতেও চিকিৎসকদের কল্যাণ, স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন এবং মানুষের পাশে

দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে—এটাই তার বিশ্বাস। ড্যাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সংগঠনের প্রতিটি সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ডা. জুবাইদা। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সব কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

উড়োজাহাজের ত্রুটি সারাতে রোমে প্রকৌশলী ও খুচরা যন্ত্রাংশ পাঠালো বিমান

ইতালির রোমে কারিগরি ত্রুটির কারণে আটকে থাকা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি৩০৬ ফ্লাইটের উড়োজাহাজ মেরামতে প্রকৌশলী দল ও প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ পাঠানো হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কারিগরি ত্রুটি নিরসন ও নিরাপত্তা পরীক্ষা শেষ হলে শনিবার (৮ আগস্ট) রাতে রোম থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ফ্লাইটটি ছেড়ে আসবে। সবকিছু ঠিক থাকলে পরদিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এর ঢাকায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার দুপুরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সর্বশেষ ফ্লাইট আপডেটে এ তথ্য জানানো হয়। বিমান জানায়, শুক্রবার (৭ আগস্ট) রোমের লিওনার্দো দা ভিঞ্চি-ফিউমিচিনো বিমানবন্দর থেকে পরিচালিত বিজি৩০৬ ফ্লাইটের নির্ধারিত উড়োজাহাজটি বর্তমানে ‘এয়ারক্রাফট অন গ্রাউন্ড (এওজি)’ অবস্থায় রয়েছে। এর কারিগরি ত্রুটি সমাধানের জন্য প্রকৌশলী দল এবং প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ ঢাকা থেকে বিজি৩০৫ ফ্লাইটে রোমে পাঠানো হচ্ছে। বিমান কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রকৌশলী দল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ বহনকারী ফ্লাইটটি রোমের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। এরপর উড়োজাহাজটির কারিগরি ত্রুটি নিরসনের কাজ শুরু হবে। কাজ শেষ হওয়ার পর উড়োজাহাজটির প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নিরাপত্তা যাচাই করা হবে। সবকিছু সন্তোষজনক হলে বিজি৩০৬ ফ্লাইটটি রোমের স্থানীয় সময় রাত ১০টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসবে। তবে কারিগরি কাজ বা নিরাপত্তা পরীক্ষায় কোনো জটিলতা দেখা দিলে সময়সূচিতে আবারও পরিবর্তন হতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

ঢাকায় পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪৮৫

রাজধানী ঢাকায় পুলিশের নিয়মিত অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৮৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই সময়ে ৫০টি মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। শনিবার (৮ আগস্ট) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। রাজধানী ঢাকায় পুলিশের নিয়মিত অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৮৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই সময়ে ৫০টি মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। শনিবার (৮ আগস্ট) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। এসময় তাদের কাছ থেকে ৮টি মোবাইল ফোন, নগদ এক লাখ ২৪ হাজার টাকা, ৩টি চাকু, ৩টি লোহার পাইপ, একটি কাটার, একটি লোহার পাত, ৪ হাজার ২৯৫ পিস ইয়াবা এবং ৬১০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান নিয়াজ মেহেদী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

কোনো গাফিলতি হলে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী: রিজভী

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, সরকারের কাজে কোনো ধরনের গাফিলতি হলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আমলাতন্ত্রের কেউ হোক কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তি-দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে প্রধানমন্ত্রী শক্ত হাতে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। শনিবার (৮ আগস্ট) সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির ক্র্যাব মিলনায়তনে রোটারিয়ান এম নাজমুল হাসান সম্পাদিত ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পাঁচ মাসের উন্নয়ন যাত্রা’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও আগামীর বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, বই অন্ধকার ঘোচাতে বাতির মতো কাজ করে, একটি বড় প্রদীপের কাজ করে। মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। আজ আমরা মাইক্রোফোনে কথা বলছি, টেলিভিশন ক্যামেরায় ছবি ধারণ হচ্ছে, অডিও রেকর্ড হচ্ছে এবং সাংবাদিকরা আমাদের বক্তব্য লিখে রাখছেন-এসবই বিজ্ঞানের অবদান। তিনি বলেন, বিজ্ঞানীরা যেসব তত্ত্ব ও থিওরি লিখেছেন, সেগুলো বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল বলেই পরবর্তী প্রজন্ম সেগুলো পড়েছে, চর্চা করেছে এবং সেখান থেকে প্রতিবছর ও প্রতিটি শতাব্দীতে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছে। তাই বইয়ের কোনো বিকল্প তৈরি হয়নি। বই পড়ার গুরুত্ব তুলে ধরে রিজভী বলেন, আমরা যদি বই না পড়ি, জ্ঞান অর্জন না করি এবং ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত না হই, তাহলে আমাদের মনের জগত ও বিশ্বজগত-দুটোই অন্ধকার হয়ে থাকবে। বই হচ্ছে মনের জগতের পাসপোর্ট। এই পাসপোর্ট অর্জন করতে পারলেই মনের জগতের পাশাপাশি বহির্জগতের অন্ধকারও দূর করা সম্ভব। সরকারের পাঁচ মাসের কার্যক্রম তুলে ধরে রিজভী বলেন, নির্বাচিত সরকার তারেক রহমানের সরকারকে নিয়ে নানা কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এই পাঁচ মাসে সরকার কী করেছে, তার পরিসংখ্যানসহ বিভিন্ন ঘটনাবলি বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। জাতি এসব জানে এবং দেখেছে। তবে সব তথ্য একত্র করে সুগ্রন্থিতভাবে উপস্থাপন করা হলে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে থাকবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

ছাত্রদল-শিবিরের প্রতিবাদে সিনেট সভায় যেতে পারেননি আওয়ামীপন্থি শিক্ষকরা

ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও ছাত্রশক্তির তীব্র প্রতিবাদের মুখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬তম সিনেট সভায় অংশ নিতে পারেনি আওয়ামীপন্থি আট শিক্ষক প্রতিনিধি। শনিবার (৮ আগস্ট) সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সম্মেলন কক্ষে এ সভা শুরু হয়। জানা যায়, সিনেটের সদস্য আওয়ামীপন্থি আটজন শিক্ষককে কেন্দ্র করে সমালোচনা শুরু হয়। তারা যেন সিনেটে যোগ দিতে না পারে সেজন্য ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও ছাত্রশক্তি প্রতিবাদ জানায়। এদিন সকালে চাকসু সংবাদ সম্মেলনে তাদের ১৯ দফা দাবি পেশ করে। ফলে আটজন শিক্ষকদের মধ্যে কাউকে সিনেটে অংশ নিতে দেখা যায়নি। সিনেটে অংশ না নেওয়ার বিষয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ও ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড ইনভাইরনমেন্টাল সায়েন্সেসের অধ্যাপক ড. মো. দানেশ মিয়া বলেন, চব্বিশের জুলাইয়ে মৌন মিছিলে যারা অংশ নিয়েছেন, তাদের নিয়ে তালিকা তৈরি করে ফেসবুকে পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে আমার নামও রয়েছে। অথচ আমি ওই মিছিলে ছিলাম না। যেহেতু আটজন শিক্ষককে সিনেট অধিবেশনে অংশ নিতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তাই আমরা শিক্ষক প্রতিনিধিদের কেউই সিনেট সভায় অংশ নিচ্ছি না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিয়ে একটি চক্র অস্থিতিশীল করার জন্য সক্রিয়: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, একটি চক্র বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে অস্থিতিশীল করার জন্য সক্রিয় রয়েছে। শনিবার সকালে ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ড্যাবের ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতীয় সংসদের এলডি হলে আয়োজিত চিকিৎসক সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জ্বালানি সমস্যা সমাধানে সরকার পরিকল্পনা করছে। আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, তখন একটি ভঙ্গুর রাষ্ট্র পেয়েছি। দুর্বল অর্থনীতি, বিভক্ত প্রশাসন, ভঙ্গুর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভেতর থেকে দেশকে সফলভাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে সরকার। কিন্তু রাষ্ট্র ও প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় ফ্যাসিবাদের সুবিধাভোগীরা বসে নেই। বিগত দিনের অপরিকল্পিত প্ল্যান ও প্রজেক্টগুলো আমাদের জ্বালানি খাতকে বিপদের মুখে ফেলেছে। সরকার এগুলো ঠিক করে দেশকে সংকট থেকে বের করে আনার কাজ করছে। স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার ও সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্যসেবা নীতি হলো 'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর' । রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে সরকার দেশে ১ লাখ 'হেলথ ওয়ার্কার' বা স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দিতে যাচ্ছে।চিকিৎসকদের নেতৃত্বে এই স্বাস্থ্যকর্মীরা নাগরিকদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করবেন।চিকিৎসক ও পেশাজীবীদের রাজনীতি করার বিষয়ে তারেক রহমান বলেন, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যেহেতু সবকিছুকে প্রভাবিত করে, তাই শিক্ষার্থী, শিক্ষক বা পেশাজীবীদের রাজনীতি সচেতন থাকা বা রাজনৈতিকভাবে সু-সংগঠিত থাকা অযৌক্তিক কিছু নয়। তবে এই রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা যেন নিজেদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে কোনোভাবেই বিঘ্ন না ঘটায়, সে বিষয়ে চিকিৎসকদের সতর্ক থাকতে হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী দেবে জামায়াত; জানালেন ডা. শফিকুর রহমান

পরাজয় নিশ্চিত জেনেও আগামী ২০ আগস্টের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী দেবে জামায়াতে ইসলামী। এর মধ্যে ৩৫ বছর পর বিরোধীদল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছে। সর্বশেষ ১৯৯১ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট হয়েছিল। পরবর্তী সাতটি নির্বাচনে সরকারি দলের প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। তবে শনিবার রাতে জামায়াত কার্যালয়ে দলীয় আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে নির্বাহী পরিষদের বৈঠকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। রোববার বিরোধীদলের সরকারি বাসভবনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্যের বৈঠকে প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে। সংসদে জামায়াত জোটের সদস্য ৯০ জন। সাতক্ষীরা-৪ আসনের এমপি গাজী নজরুল ইসলাম জামায়াত থেকে বহিষ্কার হলেও তিনি কাগজে কলমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জামায়াতের এমপি হিসেবে ভোটার হয়েছেন। ৩৪৯ আসনের সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ স্বতন্ত্র এমপির সংখ্যা ৮। ইসলামী আন্দোলন, বিজেপি, গণঅধিকার পরিষদ এবং গণসংহতি আন্দোলনের ১ জন করে এমপি রয়েছেন। বাকি ২৪৭ জন এমপি বিএনপির। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ের জন্য প্রয়োজন ১৭৫ ভোট। ফলে বিএনপির জয় নিশ্চিত। তারপরও জামায়াত কেন প্রার্থী দিচ্ছে প্রশ্নে দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ গনমাধ্যমকে বলেছেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ বিরোধী দলের অধিকার। গণতন্ত্রে জয় পরাজয়ের চেয়েও বড় অধিকার চর্চা। বিরোধী দল কোনো কিছুতেই সরকারকে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছাড় দেবে না। তাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া। একই কথা জানান জামায়াতের আরেক সহকারী সেক্রেটারি আবদুল হালিম। তিনি সমকালকে বলেন, গণতান্ত্রিক উপায়ে বিরোধী দলের যেখানে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ রয়েছে, এর সবগুলোই প্রয়োগ করবে জামায়াত।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

হাসিনার নির্দেশে গুম করা হয়েছিল সালাহউদ্দিন আহমদকে

২০১৫ সালে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদকে র‌্যাবের টিএফআই সেলে বন্দি রেখে নির্যাতনের ঘটনায় শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামালসহ ওই সময়ের র‌্যাব ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা পেয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বিএনপির তৎকালীন যুগ্ম মহাসচিব ও

বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকে গুম করা হয়েছিল বলে তদন্তে ওঠে এসেছে। শনিবার এ তথ্য জানিয়েছেন ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম। দ্রুতই তদন্ত শেষে দোষীদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে বলেও জানান তিনি। চিফ প্রসিকিউটর জানান, গুমের পর ভারতে পাচারে যারা জড়িত ছিল, তাদের তথ্যও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের কাছ থেকে মৌখিক জবানবন্দি নিয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তা। দ্রুতই আনুষ্ঠানিক জবানবন্দি গ্রহণ করা হবে। এছাড়া তদন্ত সংস্থার কাছে দেওয়া গুমের শিকার ছাত্রদল নেতা আইনজীবী সোহেলের জবানবন্দিতেও ওঠে এসেছে সালাহউদ্দিন আহমদকে টিএফআই সেলে গুম করে রাখার চাঞ্চল্যকর তথ্য।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

বেসরকারি খাতে জ্বালানি তেল আমদানির খবর 'কাল্পনিক ও অসত্য'

বেসরকারি খাতে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির খসড়া নীতিমালা নিয়ে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত খবর এবং আলোচনাকে 'কাল্পনিক ও অসত্য' বলে অভিহিত করেছে সরকার। শনিবার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এ ধরনের প্রতিবেদনগুলো জনগণের মধ্যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সরকার 'বেসরকারি পর্যায়ে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি, সংরক্ষণ, পরিবহন, বিতরণ ও বিপণন নীতিমালা, ২০২৬'-এর একটি খসড়া প্রস্তুত করছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রস্তাবিত এই নীতিমালার লক্ষ্য হলো দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি একটি আরও 'স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক' জ্বালানি বাজার গড়ে তোলা। তারা আরও জানায়, এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জ্বালানি খাতের অংশীজনদের মতামত ও সুপারিশগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'জনস্বার্থ, জ্বালানি নিরাপত্তা, প্রতিযোগিতামূলক বাজার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা গেলেই কেবল এই নীতিমালা বিবেচনার বিষয় হিসেবে গণ্য হবে।' প্রস্তাবিত নীতিমালার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, কোম্পানি বা গোষ্ঠীকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার যে গুঞ্জন ছড়িয়েছে, তা নাকচ করে দিয়েছে মন্ত্রণালয়। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'এই নীতিমালার মাধ্যমে কোনো বিশেষ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীকে কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়ার সুযোগ নেই।' উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার জারি করা এক চিঠিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে ১০ আগস্টের মধ্যে 'বেসরকারি খাতে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি, মজুত, পরিবহন, বিতরণ ও বিপণন নীতিমালা ২০২৬'-এর খসড়া জমা দিতে নির্দেশ দেয়। জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব আসিফ আহমেদের সই করা মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে বলা হয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি ও বিপণনে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের একটি কাঠামো তৈরির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত নীতিমালাটি করা হচ্ছে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, জ্বালানি খাতের সংকট মোকাবিলায় সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আগের অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের কারণে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সংকট ৈতরি হয়েছে| বর্তমান সরকার দেশ ও দেশের মানুষকে এই সংকট থেকে রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্র, রাজনীতি ও প্রশাসনে ফ্যাসিবাদের সুবিধাভোগীরা বসে নেই। এই চক্র কৌশলে দেশের জ্বালানি বা বিদ্যুৎ খাতকে অস্থিতিশীল করতে বেশ সক্রিয় রয়েছে। তারা বিভিন্নভাবে সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ খাত নিয়ে তারা নানা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে।আজ শনিবার জাতীয় সংসদের এলডি হলে ডক্টরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ড্যাব-এর ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত চিকিৎসক সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হল প্রাঙ্গণে নিম ও অর্জুন গাছের চারা রোপণ করেন। প্রধানমন্ত্রী পরে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে চিকিৎসক সমাবেশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার অস্বীকার করেনি যে বর্তমানে দেশের মানুষ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি সংকটে রয়েছে| কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সুবিধা দিতে পূর্বে যে অপরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, তার খেসারত এখন দেশ, দেশের মানুষ ও সরকারকে দিতে হচ্ছে। তিনি বলেন, আপনারা জানেন বর্তমান সরকার একটি ভঙ্গুর অবস্থায় দেশকে পেয়েছে| নানা সংকট কাটিয়ে সেই অবস্থা থেকে উত্তরণে ইতোমধ্যে আমরা নানা কাজ শুরু করেছি। পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে যেন গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি সংকট থেকে মানুষকে ধীরে ধীরে বের করে আনা যায়।এর আগে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও মোনাজাতের মাধ্যমে চিকিৎসক সমাবেশ শুরু হয়| এ সমাবেশে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ড্যাবের নেতাকর্মী ও চিকিৎসকেরা অংশ নেন। ড্যাব সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশীদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান, সমাজকল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন, ড্যাব মহাসচিব ডা. মো. জহিরুল ইসলাম শাকিল প্রমুখ। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

জুলাইয়ের শহীদ ও আহত ১০ পরিবারের সদস্যদের নিয়োগপত্র দিলেন প্রধানমন্ত্রী

রাষ্ট্রীয় ও সরকারি নানা সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, সব বাধা ও সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বাস্তবতার নিরিখে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। শনিবার দুপুরে তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও গুরুতর আহত ১০ ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নিয়োগপত্র হস্তান্তর শেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের কেউ সরাসরি জুলাইয়ের গণআন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, আবার কেউ হারিয়েছেন তাঁদের প্রিয় আপনজনকে। আপনাদের এবং আপনাদের স্বজনদের এই বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের বিনিময়েই আজ বাংলাদেশের মানুষ একটি সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন পরিবেশে শ্বাস নিতে পারছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে দেশের মানুষের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে সরকারপ্রধান বলেন, এসব ঐতিহাসিক ত্যাগের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা; যেখানে প্রতিটি নাগরিক আরও উন্নত ও মর্যাদাসম্পন্ন জীবনযাপন করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, যাঁদের আমরা হারিয়েছি এবং যাঁরা শারীরিকভাবে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন কিংবা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের সবার মনের ভেতরে একটিই সাধারণ আকাঙ্ক্ষা ছিল—একটি সুন্দর বাংলাদেশ দেখা। আমরা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে কী পেলাম, সেটি বড় কথা নয়; বরং দেশকে আমরা কী দিতে পারলাম, সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধাপে ধাপে এগোলে কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জুলাই আন্দোলনে অবদান রাখা প্রতিটি মানুষের আত্মত্যাগের যথাযথ মূল্যায়ন ও পুনর্বাসনের চেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে অব্যাহত থাকবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শহীদ ও আহত পরিবারগুলোর পাশে থাকা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং এই ধারা ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

জুলাই যোদ্ধাসহ ৩ জনকে রিকশা উপহার প্রধানমন্ত্রীর

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দুই যোদ্ধাসহ তিন ব্যক্তির আত্মকর্মসংস্থান ও জীবিকা নির্বাহে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা, দুটি ব্যাটারিচালিত রিকশা ও দুটি প্যাডেল রিকশা উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি আজ প্রধানমন্ত্রীর তেজগাঁও কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে এসব উপহার তুলে দেন। উপহার তুলে দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকের সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলেন। তাদের শারীরিক অবস্থা, পরিবার ও জীবিকা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এর মধ্যে সিএনজিচালিত অটোরিকশা পেয়েছেন নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার বাসিন্দা এবং মিরপুর বাংলা কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আজিজ শেখ। তিনি সিএনজি চালিয়ে নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবারের ভরণপোষণ করেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে মিরপুর-১০ এলাকায় অংশ নিয়ে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। তার শরীরে ৩৬টি গুলির স্পিন্টার বিদ্ধ হয়। উপহার দেয়ার সময়ে প্রধানমন্ত্রী তাকে বলেন, 'অবশ্যই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।' এদিকে কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাসিন্দা মো. গফফারকে দুটি প্যাডেলচালিত রিকশা উপহার দেওয়া হয়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় তিনি রাজধানীর মহাখালী এলাকায় আন্দোলনকারীদের নিয়মিত পানি সরবরাহ করেছেন এবং নিজের রিকশায় আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি জানান, উপহার পাওয়া রিকশা ঢাকাতেই চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করবেন। আরেকটি রিকশা ভাড়া দেবেন। এছাড়া বগুড়ার গাবতলী উপজেলার বাসিন্দা ৬৫ বছর বয়সী আসাদুল হক বিশুকে দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী। কর্মসংস্থানের অভাবে অনেক কষ্টে জীবনযাপন করছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নিজে উপস্থিত থেকে উপহার পাওয়া বাহনগুলো কীভাবে পরিচালনা করা হবে তা প্রত্যক্ষ করেন। পাশাপাশি তারা কীভাবে নিরাপদে এসব বাহন নিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছাবেন, সে বিষয়েও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

হাসিনা কার্ড' খেলবেন আবার বন্ধুত্ব চাইবেন, দুটো বিপরীতমুখীঃ ভারতকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সম্প্রতি ভারতে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংবাদ সম্মেলন করতে দেওয়ার ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, একদিকে 'হাসিনা কার্ড' খেলবেন, অন্যদিকে বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে চাইবেন, দুটো বিপরীতমুখী। শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে সাদা দল ও ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের আয়োজনে আলোচনা সভায় তিনি এই কথা বলেন।সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, পত্রিকায় দেখলাম ভারতের মুখপাত্র বলছেন, বাংলাদেশের নতুন সরকারের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা যা বলেছেন, তা ভারত সমর্থন করে না। তো ভারত কি তাকে বারবার মিটিং করতে দেওয়াটা সমর্থন করে? এইভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আমরা পারস্পরিক সম্পর্ক রাখব। আমাদের এই পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে আন্তঃনির্ভরশীলতা আছে, এটিকে আমরা শক্তি হিসেবে মনে করি। আমরা আপনাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। তবে আমরা কখনো আওয়ামী লীগ হতে পারব না। তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশের স্বার্থকে সমুন্নত রেখে পারস্পরিক সম্মান-মর্যাদা, সমান সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে আমরা আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব। তার

মানে এই নয় আপনারা 'হাসিনা কার্ড' খেলবেন আর বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাইবেন। দুটো বিপরীতমুখী। আশা করি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ, ভারত সরকার বিষয়টি বুঝবেন। তিনি বলেন, এখন বলা হচ্ছে- তারেক রহমান লন্ডনে বসে এবং সালাহউদ্দিন সাহেব ভারতে বসে যদি রাজনীতি করতে পারে, হাসিনার দোষ কী? হ্যাঁ, হাসিনার দোষ আছে। আমরা কেউ ফ্যাসিবাদী ছিলাম না। গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে আমাদের জোরপূর্বক নির্বাসিত করা হয়েছে। এটা হচ্ছে হাসিনার সাথে আমাদের ব্যবধান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, হাসিনার সঙ্গে আমাদের আরও ব্যবধান আছে। ভারতের পার্লামেন্টে জয়শঙ্কর সাহেব বক্তৃতা দিলেন যে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, তিনি যোগাযোগ করেছেন, তিনি পালিয়ে গিয়েছেন এবং এয়ারপোর্টে আপনাদেরই একজন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এগুলো আমাদের সঙ্গে ব্যতিক্রম আছে। আমাদের বস্তাবন্দী করে হাত-পা, চোখ বেঁধে তারপর বস্তাসহকারে ওখানে ফেলে দিয়েছে। এই ব্যতিক্রমগুলো আছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা এই দেশে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৪০০ এরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছেন, সেখানে নারী-শিশুর হার ছিল ১৩-১৪ শতাংশ এবং আসমান থেকে হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে এ দেশের জনগণকে হত্যা করেছেন। এরপরেও কি তাকে ডেমোক্রেটিক কালচারের কোনো নেতা হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ দিতে পারি? এই প্রশ্ন আমার রইল। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

তারেক রহমানকেও জেআইসি সেলে বন্দি রেখে নির্যাতন করা হয়েছিল: চিফ প্রসিকিউটর

এক-এগারোর সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকেও জয়েন্ট ইন্টারোগেশন বা জেআইসি সেন্টারের একটি সেলে বন্দি রেখে নির্যাতন করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম। শনিবার দুপুরে ডিজিএফআই সদর দপ্তরে থাকা জেআইসি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, এক-এগারোর সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে এই জিআইসি সেলের কোন একটি কামরায় তাকেও কিন্তু আনা হয়েছিল এবং তার ওপরে নির্যাতন করা হয়েছিল। এটাও কিন্তু আমাদের ইনভেস্টিগেশনে বিভিন্ন সাক্ষীদের মুখের বর্ণনা থেকে সেই তথ্য পাওয়া গেছে। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, বিচারের একটি অংশ হিসেবে আয়নাঘর হিসেবে পরিচিত জেআইসিতে আমাদের এই পরিদর্শন। এখানে মানুষকে ধরে এনে বন্দি রেখে অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হতো। সেই নির্মম চিত্র আজ এই পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে কিছুটা অনুভব করা গেছে। তিনি অভিযোগ করেন, ৫ আগস্টের পর জেআইসি সেলের অনেক আলামত নষ্ট করা হয়েছে এবং অসংখ্য তথ্য-প্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে। চিফ প্রসিকিউটর বলেন, বাংলাদেশের কোনো নাগরিক অপরাধ করলে অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে। তাকে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। কিন্তু বিচারবহির্ভূত কোনো কিলিংয়ের শিকার যেন কেউ না হন, এভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে অহেতুক হয়রানির শিকার না হন, সেটিই আমরা চাইবো। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই পরিদর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।জেআইসি পরিদর্শনের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ঘটনাস্থলের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সেখানে থাকা আলামত ও তথ্য-প্রমাণ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া ন্যায়বিচারের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

টেকসই গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি: রিজভী

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আজ বলেছেন, রাষ্ট্রীয় সংস্কার, সাংবিধানিক সংশোধন বা নতুন আইন প্রণয়ন এককভাবে কখনো টেকসই গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে পারবে না, যদি রাজনৈতিক নেতাদের মানসিকতায় মৌলিক পরিবর্তন না আসে।তিনি বলেন, আপনি জুলাই চার্টারের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারেন, নতুন আইন করতে পারেন, রাষ্ট্রীয় কাঠামো বদলাতে পারেন- কিন্তু যদি রাজনৈতিক নেতৃত্বের মানসিকতা ও মনস্তত্ত্ব না বদলায়, সবকিছু আবার স্বৈরতন্ত্রে ফিরে যেতে পারে। রিজভী আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আয়োজিত 'ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দল ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি যৌথভাবে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এ সেমিনারের আয়োজন করে। রাজনৈতিক ভণ্ডামির উদাহরণ টেনে রিজভী স্মরণ করিয়ে দেন, শেখ হাসিনা একসময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার জন্য তীব্র আন্দোলন করেছিলেন, অথচ পরে সংসদীয় কমিটির সদস্যদের সুপারিশ উপেক্ষা করে একতরফাভাবে তা সংবিধান থেকে বাদ দেন। সাম্প্রতিক কিছু রাজনৈতিক ঘটনার প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করে রিজভী বলেন, জামায়াত আমীরের বাসায় আয়োজিত এক আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে মুক্তিযুদ্ধ, ৭ মার্চের ভাষণ ও জুলাই অভ্যুত্থানের ছবি থাকলেও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কোনো ছবি বা উল্লেখ ছিল না। তিনি এটিকে 'গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যজনক' বলে অভিহিত করেন। বিএনপি নেতা ভারতকে তীব্র সমালোচনা করে বলেন, তারা একজন পলাতক ফ্যাসিস্ট ব্যক্তিকে দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দিয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সার্বভৌম পররাষ্ট্রনীতি উদ্যোগ- যেমন তিস্তা ব্যারেজ মাস্টার প্ল্যান, চীন সফর এবং প্রস্তাবিত চীন-মিয়ানমার-বাংলাদেশ করিডর রয়েছে, এর জবাবে কি 'হাসিনা কার্ড' খেলা হচ্ছে। রিজভী প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি যেমন- ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ডের প্রবর্তন, খাল খনন অভিযান এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অবহেলার বিরুদ্ধে দ্রুত

পদক্ষেপের প্রশংসা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ষড়যন্ত্রকারীরা কৃত্রিম সংকট ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে এ নির্বিঘ্ন শাসন ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

সরকারের কাজে অবহেলা হলে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী: রিজভী

সরকারের কাজে কোনো ধরনের অবহেলা হলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, কেউ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে প্রধানমন্ত্রী কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন। আমলাতন্ত্রের লোক হোক, বুরোক্রেসির লোক হোক কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তি হোক—গাফিলতির বিরুদ্ধে তিনি শক্ত হাতে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। একই সঙ্গে যারা কাজ করছেন, তাঁদের অনুপ্রাণিত করছেন এবং জনগণের কল্যাণে কাজ করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। আজ শনিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির ক্র্যাব মিলনায়তনে রোটারিয়ান এম নাজমুল হাসান সম্পাদিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পাঁচ মাসের উন্নয়ন যাত্রা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও আগামীর বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। রুহুল কবির রিজভী বলেন, বই অন্ধকার ঘোচাতে বাতির মতো কাজ করে, একটি বড় প্রদীপের কাজ করে। মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। আজ আমরা মাইক্রোফোনে কথা বলছি, টেলিভিশন ক্যামেরায় ছবি ধারণ হচ্ছে, অডিও রেকর্ড হচ্ছে এবং সাংবাদিকরা আমাদের বক্তব্য লিখে রাখছেন—এসবই বিজ্ঞানের অবদান। সরকারের পাঁচ মাসের কার্যক্রম তুলে ধরে রিজভী বলেন, নির্বাচিত সরকারকে নিয়ে নানা কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এই পাঁচ মাসে সরকার কী করেছে, তার পরিসংখ্যানসহ বিভিন্ন ঘটনাবলি বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। জাতি এসব জানে এবং দেখেছে। তবে সব তথ্য একত্র করে সুগ্রন্থিতভাবে উপস্থাপন করা হলে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে থাকবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

বিদায়ী অর্থবছরে রেকর্ড ১৯ হাজার জনশক্তি রপ্তানি করেছে বোয়েসেল

বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড বোয়েসেল বিদায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রেকর্ড পরিমাণ ১৯ হাজার ১৯৭ জন বাংলাদেশি কর্মী বিদেশে পাঠিয়েছে। এটি প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ কর্মী প্রেরণ এবং আগের অর্থবছরের তুলনায় ৩ হাজার ১৩১ জন বা ১৯ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি।বোয়েসেলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে ১৬ হাজার ৬৬ জন কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করেন। এক বছরের ব্যবধানে এ সংখ্যা বেড়ে ১৯ হাজার ১৯৭ জনে পৌঁছেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বোয়েসেলের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ১৪ হাজার ৫৪৩ জন কর্মী জর্ডানে গেছেন। এছাড়া ব্রুনাইয়ে ১ হাজার ৮১২ জন, দক্ষিণ কোরিয়ায় ১ হাজার ৪০৪ জন, মালয়েশিয়ায় ১ হাজার ৭ জন, রাশিয়ায় ৩৪২ জন, ইরাকে ৬৪ জন, জাপানে ১১ জন, হংকংয়ে 4 জন, কুয়েতে ৫ জন এবং ফিজিতে ৫ জন কর্মী পাঠানো হয়েছে। বোয়েসেলের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮4 সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় ৩৬টি দেশে মোট ১ লাখ ৯৫ হাজার ৪৩৮ জন বাংলাদেশি কর্মীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে জর্ডান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরাক, হংকং, কুয়েত, ব্রুনাই, রাশিয়া, ফিজি, জাপান ও মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে কর্মী পাঠাচ্ছে। একই সঙ্গে বিশ্বেও বিভিন্ন দেশে নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারণেও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

নাটোরের ঐতিহ্যকে সারা বিশ্বে তুলে ধরতে চাই: পর্যটন মন্ত্রী

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানম এমপি বলেছেন, নাটোরের ঐতিহ্যকে সারা বিশ্বে তুলে ধরতে চাই। এই লক্ষ্যে সরকারের পর্যটন বিভাগ কাজ শুরু করবে। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রী শনিবার সকালে নাটোরের রাণী ভবানী রাজবাড়ি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে একথা বলেন। তিনি বলেন, নাটোরের পাশাপাশি দেশের সম্ভাবনাময় প্রতিটি স্থানের পর্যটনকে জনপ্রিয় করতে কাজ শুরু করেছে সরকার। এই লক্ষ্যে দেশের ১ হাজার ৪৯৮টি পর্যটন স্পটকে চিহ্নিত করেছি আমরা। পর্যায়ক্রমে এসব স্পটগুলোকে পর্যটন হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। পর্যটন স্পটের উন্নয়নের পাশাপাশি পর্যটকদের আবাসন, চিকিৎসা ইত্যাদি সুবিধা প্রদানের বিষয়গুলোও হাবের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। নাটোর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের হুইপ অ্যাড. এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান মো. সামীমুজ্জামান, নাটোর জেলা পরিষদের প্রশাসক রহিম নেওয়াজ এবং নাটোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আবুল হায়াত এ সময় উপস্থিত ছিলেন। আফরোজা খানম নাটোরের পর্যটন সম্ভাবনা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে দুই দিনের সফরে গতকাল শুক্রবার নাটোরে আসেন। গতকাল তিনি নাটোরের উত্তরা গণভবন এবং মিনি কক্সবাজার খ্যাত হালতি বিল পরিদর্শন করেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৮.০৮.২০২৬ আসাদ)

BBC

CHILD AMONG THREE KILLED IN RUSSIAN MISSILE ATTACKS NEAR KYIV

At least three people, including a child, have been killed in overnight Russian attacks near the Ukrainian capital Kyiv, a local official said. In the early hours of Saturday missiles hit east of the capital and witnesses reported hearing powerful explosions just days after strikes across Ukraine killed 21 people. The ballistic missile strikes killed three and wounded

another three, head of the regional military administration Timur Tkachenko said, adding that falling debris damaged apartment buildings and cars, while a fire broke out at a separate building. Emergency crews were also fighting fires at a building and fuel tank in Kyiv, Mayor Vitaly Klitschko wrote on Telegram. President Volodymyr Zelensky has arrived in the Serbian capital Belgrade for his first visit. He is due to meet with Serbian President Aleksandar Vucic to discuss economic ties, security issues and relations with the European Union. (BBC News Web Page: 08/08/26, FARUK)

US PLEDGES $1BN SUPPORT TO COLOMBIA AS TRUMP-BACKED PRESIDENT SWORN IN

The US has pledged £1bn in assistance to Colombia, after the country's new right-wing president was sworn in on Friday. Trump ally Abelardo de la Espriella used his maiden speech to promise an "all-out war" on what he calls "narco-terrorism". In a statement hailing a "new era in US-Colimbia relations", the US state department announced the financial support as part of a "security package" to help de la Espriella achieve "our shared goals", which include fighting organized crime and illegal immigration. The new president's inauguration marks a dramatic shift to the right for Colombia, as he replaces the left-wing former leader Gustavo Petro, who frequently clashed with Trump. Trump endorsed de la Espriella during the election, and said he predicted a "much better relationship" with his new counterpart after his victory in June. (BBC News Web Page: 08/08/26, FARUK)

SPAIN IMPOSES BORDER CONTROLS AGAINST ITALY AS ROW OVER CEUTA MIGRANT INFLUX INTENSIFIES

Spain has imposed border controls on all air and sea travel from Italy as a row between the two EU countries intensifies. The measures - which started at midnight and will last fora month- come a week after Italy introduced similar restrictions following an influx of about 78,000 migrants from Morocco into the Spanish exclave of Ceuta. On Friday, Spain demanded Italy reverse its checks by Sunday. Rome said they would stay until at least 25 August - when, it said, Spain "expects a new wave of migration" to hit Ceuta. The crisis has pitted Spain's socialist leader Pedro Sanchez against Italy's conservative leader Giorgia Meloni - who has long called for stricter EU migration rules.
(BBC News Web Page: 08/08/26, FARUK)

US ANNOUNCES $400M INVESTMENT IN AUSTRALIAN RARE EARTH MINE

The United States Department of Defence has announced a $400m conditional loan commitment to an Australian company to build the world's first primary mine for scandium, a critical rare earth element whose market is dominated by China. After a meeting between US President Donald Trump and mining executives in Washington, the Pentagon said in a statement on Friday that the project would "ensure Western alignment from mine to finished product". Australian mining firm Sunrise Energy Metals said in a separate statement that the proposed mine in Fifield, New South Wales, would aim to become "a cornerstone of Western scandium supply". (BBC News Web Page: 08/08/26, FARUK)

VIOLENCE IS DRIVING PALESTINIAN CHRISTIANS OUT OF THEIR HOLY LAND

Palestinian Christians are facing violence and displacement across Gaza, Jerusalem and the occupied West Bank. Attacks, including those targeting churches and clergy, are causing the Palestinian Christian population to shrink. (BBC News Web Page: 08/08/26, FARUK)

SAUDI INTELLIGENCE CHIEF MEETS IRAQI PM, RENEWS RIYADH VISIT INVITATION

Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi and Saudi Arabian Intelligence chief Khalid bin Ali Al Humaidan have met in Baghdad in an attempt to resolve the governments ties strained by deadly cross-border strikes weeks earlier. Al-Humaidan extended a renewed invitation for al-Zaidi to visit Riyadh in the meeting on Friday, the prime minister's office said, after the latter's earlier trip was called off in protest following a joint Saudi-US operation on July 29. The attacks killed 20 fighters of Iraqi armed groups, including five Iranians. According to al-Zaidi's office, the two focused on how Baghdad and Riyadh can better coordinate security issues as regional tensions simmer. Al-Zaidi restated a pledge that Iraqi soil would not become a launchpad for attacks on any other country, and that Baghdad remains determined to guard its sovereignty. (BBC News Web Page: 08/08/26, FARUK)

SUDAN'S WAR THREATENS AN 'ENTIRE GENERATION'S' FUTURE: UN WARNS

More than 8 million school-age children in Sudan remain out of the classroom because of the ongoing civil war that erupted more than three years ago, the United Nations has said.

Deputy Secretary-General Amina Mohammed delivered the warning on Friday at an informal UN Security Council session on safeguarding education in Sudan, as the war entered its 1,210th day. "Among everything this war is taking, one of the most significant is the future of Sudan - depriving the education of its children," Mohammed said, cautioning that the conflict is depriving an "entire generation" of its future. Nearly three-quarters of schools have been damaged, destroyed or otherwise rendered unusable in the country's Darfur since fighting erupted in April 2023, according to the UN. (BBC News Web Page: 08/08/26, FARUK)

DRONES SPOTTED IN BULGARIA AND GERMANY RAISE CONCERNS OF RUSSIAN ESCALATION

A drone has exploded in Bulgaria near the Trans-Balkan gas pipeline, the latest in a surge of unidentified unmanned aerial vehicles entering European territory as regional tensions escalate due to Russia's ongoing war in Ukraine. Bulgarian Prime Minister Rumen Radev said on Saturday the drone exploded near the Romanian border and the gas pipeline, which links Turkey to Ukraine. Separately, a spokesperson for Germany's armed forces said on Saturday that two drones were spotted at about 10pm on Thursday at a military base in Mechernich in the state of North Rhine-Westphalia, some 35km from the Belgian border. The spokesperson said military personnel have since been deployed to the spot and added that German police are also investigating. (BBC News Web Page: 08/08/26, FARUK)

US COURTS CLEAR WAY FOR DEPORTATIONS OF SOUTH SUDAN, MYANMAR NATIONALS

Two federal judges have cleared the way for President Donald Trump's administration to end temporary protections from deportation for people who have come to the United States from South Sudan and Myanmar. Judges in Boston, Massachusetts and Chicago, Illinois on Friday rejected last-ditch efforts by immigrant-rights advocates to maintain the Temporary Protected Status (TPS) designations for the two countries after the US Supreme Court in June allowed the administration to end similar protections for thousands of people from Haiti and Syria. TPS shields people from deportation and grants work authorisation when their home countries are affected by armed conflict, natural disasters or other extraordinary conditions. The terminations would end protections for about 232 South Sudanese nationals and roughly 4,000 people from Myanmar, according to the Reuters news agency.
(BBC News Web Page: 08/08/26, FARUK)

::--::THE END::--::